রাঁচি, শনিবার

06:05:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>203 >>22 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২০৩ >> << ২২শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে শ্রদ্ধা জানান হরেলাল মাহাতো

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ওলচিকি লিপির জনক পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানায়। চান্ডিল ব্লকের কান্দেরবেড়া চকে অবস্থিত পন্ডিত রঘুনাথ মূর্মুর মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সবাই পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে প্রণাম করেন। এই উপলক্ষে আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো, চান্ডিল প্রমুখ অমলা মুর্মু, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাধবী সিং সহ আজসু কর্মীরা মূর্তিতে মালা দিয়ে রঘুনাথ মুর্মুকে শ্রদ্ধা জানান। এই উপলক্ষ্যে আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো বলেন

অলচিকি লিপির জনক পন্ডিত রঘুনাথ মূর্মু জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন। তিনি সাঁওতাল সমাজকে নতুন দিশা দিয়েছেন। হরেলাল মাহতো বলেন যে আমাদের গুরু পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর নির্দেশনা অনুসরণ করা দরকার। এমন মহান সমাজ সংস্কারকদের কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফলেই আজ সাঁওতাল সমাজ দেশ ও বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে, আজ সাঁওতাল সমাজ এগিয়ে চলেছে। এই অনুষ্ঠানে

উপস্থিত ছিলেন শম্ভু সিং সরদার, ভূষণ মাহাতো, দিলীপ প্রামাণিক, মাহাতো, নবকিশোর মাহাতো রবি মাহাতো, নির্মল মাহাতো, সনত মাহাতো, পরশুরাম প্রমুখ।

সিরিয়া, ইরান দীর্ঘমেয়াদী তেল, বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে

সিরিয়া ঃ বুধবার ইরান ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট দুই মিত্র দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে তেল ও অন্যান্য খাতে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। ইরানের ইব্রাহিম রাইসি, এক বৃহৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল নিয়ে তার সিরিয়ার সহপক্ষ, বাশার আসাদের সাথে দেখা করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে দু'দিনের সফরে পৌঁছেছেন তিনি। ২০১০ সালের পর ইরানের কোন প্রেসিডেন্টের এটিই প্রথম দামেস্ক সফর। ২০১১ সালের বিদ্রোহ পূর্ণ গৃহযুদ্ধে পরিণত হওয়ার পর থেকে তেহরান আসাদ সরকারের প্রধান সমর্থক। ঐ সংঘাতটি আসাদের পক্ষে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তেহরান। আসাদের পক্ষে লড়াই করার জন্য ইরান মধ্যপ্রাচ্যে থেকে কয়েক হাজার সামরিক উপদেষ্টা এবং হাজার হাজার ইরানসমর্থিত যোদ্ধা সিরিয়ায় পাঠিয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও তেহরান আসাদকে সাহায্য করেছে। কয়েক বিলিয়ন ডলার মূল্যের জ্বালানি এবং অর্থ সাহায্য আসাদকে পাঠাচ্ছে।

সিরিয়ার সরকারি বাহিনী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তার প্রধান দুই মিত্র রাশিয়া ও ইরানের সহায়তায় দেশের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। যে আরব সরকারগুলি একসময় আসাদের পতনের পক্ষে ছিল বর্তমানে তারা দামেস্কের সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পর্ক সংশোধন করছে। বিনিযোগে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ দিয়ে সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে কয়েক দশক ধরে যে সাহায্যে করেছে ইরান তার প্রতিদান হিসেবে নিজেদের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য চাইতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, রাইসি এবং আসাদ তেল, কৃষি, রেলপথ এবং মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল সহ বেশ কয়েকটি খাতে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন।

স্টেফানো স্যানিনো'র সঙ্গে অংশিদারিত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শাহরিয়ার আলমের আলোচনা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বৃহস্পতিবার ব্রাসেলসে ইউরোপীয় এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের মহাসচিব স্টেফানো স্যানিনো এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এ সময় তারাঅংশীদারিত্ব সহযোগিতা চুক্তিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। তারা ইইউ'র নতুন জিএসপি (অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা) স্কিম এবং গ্লোবাল গেটওয়ে উদ্যোগের পাশাপাশি অংশীদারিত্ব সহযোগিতা চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেন। উভয়পক্ষ জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, উপআঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও অভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনায় আসে রোহিঙ্গা সংকট। বৈঠকে বাংলাদেশের সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক এবং বেলজিয়ামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব হাসান সালেহ উপস্থিত ছিলেন।

বাজার দর

SENSEX : 61054.29 -694.96
NIFTY : 18069.00 -186.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
37.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .18 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .12 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

ভারতের উত্তরপূর্বে মণিপুরে বিক্ষোভ ঠেকাতে বিজেপি সরকারের দেখা মাত্রই গুলির নির্দেশ

মণিপুর ঃ ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্য মণিপুরে ভয়ঙ্কর অবস্থা। জনজাতিউপজাতি বিক্ষোভ চরম আকার নিয়েছে। কার্ফু জারি করে, নেট পরিষেবা বন্ধ করেও রোখা যাচ্ছে না বিক্ষোভকারীদের। এমন চরম পরিস্থিতিতে মণিপুরের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার কড়া নির্দেশ জারি করল। সরকারি তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে যে জায়গায় হিংসা চরম আকার নেবে, বিক্ষোভকারীরা আইন ভাঙবে, সেখানে সরাসরি গুলি চালানো হোক। হিংসা থামাতে চরম পদক্ষেপ করল মণিপুর সরকার। সমস্ত জেলার জেলাশাসক, সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা স্পেশাল একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতেই এই চরম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে সরকারি তরফে জানানো হয়েছে।

বুধবার ৩মে বিকেলেই রাজ্যের বিজেপি সরকার অধিকাংশ জেলায় কার্ফু জারি করেছিল। কিছু জায়গায় মোবাইল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল আগেই। সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পরপরই বিষ্ণুপুর ও চুরাচাঁদপুর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। সরকারি তরফে জানানো হয়েছিল বড় জমায়েত করা যাবে না।

তারপরেও হিংসা থামেনি বলে অভিযোগ। দু'দিন আগেই সইকুল এলাকায় ১১ জন জখম হন সংঘর্ষে। গুলি লাগে দু'জনের। গতকালও নতুন করে হিংসা মাথাচাড়া দেয়। নানা জায়গায় রাস্তায় ভাঙচুর চলে, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। গুলিও চলে। তারপরেই সরকারের তরফে কড়া নির্দেশ জারি করা হয়।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রাশিয়ার 'আগ্রাসন অপরাধ' তদন্তের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আহ্বান জানিয়েছেন জেলেন্সকি

নেদারল্যান্ডস ঃ ক্রেমলিন দাবি করেছে যে ইউক্রেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে দুটি ড্রোন ছুঁড়েছে কিন্তু নিরাপত্তা পরিষেবাগুলি তাদের নিষ্ক্রিয় করেছে এবং পুতিন আহত হননি। রাশিয়ার দাবি অবিলম্বে যাচাই করা যায়নি, এবং একজন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তা এতে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত পরিদর্শন করতে দ্য হেইগে পৌঁছেছেন। রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের শোধনাগারে ড্রোন হামলা। কিয়েভ, ওডেসায় রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বৃহস্পতিবার বলেছেন তিনি নিশ্চিত যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন অবশেষে ইউক্রেনে মস্কোর আক্রমণের জন্য আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধের বিচারের মুখোমুখি হবেন। দ্য হেইগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত(আইসিসি)'এ এক বক্তৃতায় জেলেন্সকি বলেন, শুধুমাত্র রাশিয়ার একটি অপরাধ এই সমস্ত অপরাধের নেতৃত্ব দিয়েছে ঃএটি আগ্রাসনের অপরাধ, মন্দের সূচনা, প্রাথমিক অপরাধ। এই অপরাধের দায় থাকা উচিত। আইসিসি মার্চে পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে একটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে যার কারণ কথিত নির্বাসন এবং ইউক্রেনীয় শিশুদের রাশিয়ায় স্থানান্তরিত করা। জেলেন্সকি বলেছেন, পুতিন আন্তর্জাতিক আইনের এই রাজধানীতে এইসব অপরাধমূলক কাজের জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তিনি বলেন, এবং আমি নিশ্চিত যে আমরা যখন জিতব তখন আমরা এটি ঘটতে দেখব। এবং আমরা জিতব। আইসিসি নিজে যুদ্ধ আগ্রাসনের অপরাধের বিচার করতে পারে না। কিন্তু জেলেন্সকি সেই অত্যধিক অপরাধের বিচারের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রাইবুনালের আবেদন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা যদি সত্যিকারের ন্যায়বিচার চাই, তাহলে আমাদের অজুহাত খোঁজা উচিত নয় এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা উচিত নয় বরং সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যা বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনের দূর্বলতাগুলিকে সংশোধন করবে। জেলেন্সকিকে আইসিসি ভবনের বাইরে স্বাগত জানান আদালতের প্রেসিডেন্ট, পোল্যান্ডের পিওত্র হফমানস্কি। আদালতের কর্মীরা জেলেন্সকির আগমন দেখার জন্য জানালায় ভিড় করেছিলেন এবং ভবনের বাইরে আদালতের নিজস্ব পতাকার পাশে একটি ইউক্রেনের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিলো।

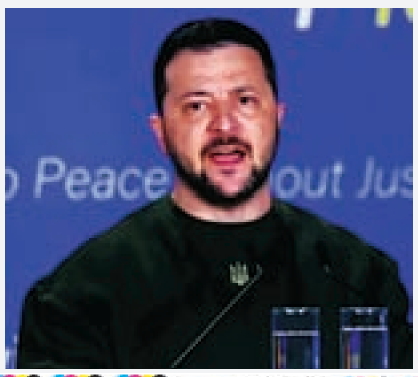

চলচ্চিত্র উৎসব

হঠাৎ একদিন ভালো মন্দ কিছু ঘটে বলেই তো আরো কিছু ঘটে, আর আমাদের জীবন কিছুটা হলেও পাল্টে যায়

স্মরণবিস্মরণের আর্কাইভ ঃ হাওয়া সিনেমার গান

মৌসুমী ভৌমিক

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ ২০২২-এর অক্টোবরের শেষে কলকাতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে, মেজবাউর রহমান সুমনের 'হাওয়া' সিনেমাটি দেখার জন্য মানুষের ঢল নেমেছিল নন্দন চত্বরে। অথবা বলা যায়, চঞ্চল চৌধুরীর 'হাওয়া' দেখতে ভিড় করেছিল মানুষ।

কিংবা এও বলা যায়, 'সাদা সাদা কালা কালা' গানের যে সিনেমা, তা দেখার জন্য দর্শক এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল। সিনেমা দেখি বা না দেখি, সুমনের 'প্রথম সিনেমার প্রথম গান'টি খুব মনে ধরে যায় এবং এই মনে ধরার জন্য গানটি কার লেখা, কার সুর, কার গাওয়াএত কথা জানার কোনো দরকারই পড়ে না। সিনেমা শেষ হয়, সিনেমার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সবার নাম ভেসে ওঠে পর্দায়। এই সিনেমার তিনটি গানের নাম দেখি ঃ 'সাদা সাদা কালা কালা', 'আটটা বাজে' আর ,'আয় খেয়ে নে'। আরো একটি সুরের কথা আছে, 'গুলতি থিম মিউজিক'। আর, একটি গানের কথা এই তালিকায় নেই, 'জ্বালা সহে না আমার অন্তরে' সেই গানের কথায় পরে আসছি।

হাওয়া রিলিজের প্রায় ন' মাস পর সমস্যা দেখা দেয় সিনেমার দ্বিতীয় গান, 'আটটা বাজে' নিয়ে। প্রথমে ২৬শে এপ্রিল ২০২৩-এ সুমনের ফেসবুকের দেয়ালে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের শ্যামল মণ্ডল একটি মন্তব্য লেখেন, ''হাওয়া সিনেমার 'আটটা বাজে দেরি করিস না' গানটির গীতিকার ও সুরকার মনিরুদ্দিন আমেদ দুঃখের বিষয় এই যে ... তিনি তাঁর যথাযথ সম্মান পেলেন না।'' শ্যামল মনিরুদ্দিন আমেদের ছবি আঁকার স্কুলের ছাত্র। তাঁর মন্তব্য থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বীরভূম জেলার সদস্য বিশ্বজিত দাসের দেয়াল, সেখান থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা-খবর ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ছবি 'হাওয়া' নিয়ে বিতর্ক, গানে নাম নেই। বিশ্বজিত হাওয়ার সমস্ত কলাকুশলীর কাছে 'লেখককে সঠিক মর্যাদা'র জন্য আবেদন করেন, এবং পোস্টের নীচে যোগাযোগের একটি নম্বর দিয়ে রাখেন। হাওয়ার পরিচালক ও প্রযোজক তৎক্ষণাত টেলিফোনে মনিরুদ্দিন আমেদের সঙ্গে কথা বলেন। স্থির হয় সুমনরা শীঘ্রই আসবেন সিউড়িতে। যতদূর ভুল সংশোধন করা সম্ভব তা করবেন, লেখককে সাম্মানিক তো অবশ্যই দেওয়া হবে। পরদিন ফেসবুকে মনিরুদ্দিন আমেদের ছবিসহ একটি পোস্টে হাওয়ার সদস্যরা এই অনিচ্ছাকৃত অনুল্লেখের কারণ ব্যাখ্যা করেনঅনেক খুঁজেও তাঁরা লেখকের নাম জানতে পারেননি বলে 'সংগৃহীত' লিখতে বাধ্য হন। ইউটিউবে যেখানে গানটি রয়েছে, সেখানে লেখকের নাম যোগ করা হয়। খবরের কাগজে এবং টেলিভিশনের নানান চ্যানেলে সুমন সাক্ষাৎকার দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন। অতএব, সযত্নে বাঁধ দিতে নেমেছেন সকলে মিলে। এরপর যদি ওঁরা কথা দিয়ে কথা না রাখেন, সেটা খুবই দুঃখজনক হবে। কিন্তু তেমন আশঙ্কা করার কোনো কারণ তো নেই। সত্যি কথা বলতে কি, ২৮ তারিখ আমি যখন মনিরুদ্দিন আমেদের সঙ্গে কথা বলি, আমার মনে হয় উনি আসলে সুমনদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমার আরো একটা কথা মনে হয়েছে। যদি সব কিছু ঠিক মতন হতো, যদি কলাকুশলীদের তালিকায় মনিরুদ্দিন আমেদের নামটিও থাকতো, যদি তাঁকে এককালীন একটি সম্মানী দিয়ে 'হাওয়া'র প্রযোজক 'আটটা বাজে'র স্বত্ব কিনে নিতেন, তাহলে এই যে হঠাৎ একটু আলো খেলে গেল মনিরুদ্দিনদের রোজকার মফস্বলি জীবনে, তেমন কিছু কিন্তু হতো না। এ এক রকমের ঘুরিয়ে দেখা, ঠিকই কিন্তু এ কথাও সত্যি যে, হঠাৎ একদিন ভালো মন্দ কিছু ঘটে বলেই তো আরো কিছু ঘটে, আর আমাদের জীবন কিছুটা হলেও পাল্টে যায়।

কিছু প্রশ্ন থাকে, উত্তর খানিক জানা, খানিক অজানা। যেমন, এই গানটি কেমন করে বাসুদেব দাস বাউলের কাছে পৌঁছেছিল? শিল্পীর সেই ইতিহাস স্মরণে নেই, তিনি অন্যদের যে কথা বলেছেন, আমায়ও টেলিফোনে সেই কথাই বলেন। বলেন, বহুকাল ধরে তিনি এই গানটি গাইছেন। কার গান, সে কথা না জেনেই গাইছেন। বাসুদেব দাস বাউল থাকেন শান্তিনিকেতনে, সিউড়ি থেকে সামান্য দূরে, তবু কেন তিনি লেখকের নাম জানতে পারেননি এই এত বছর ধরে? হয়তো জানবার প্রয়োজন হয়নি বলে। আজ তাহলে প্রয়োজন হচ্ছে কেন? আমার মনে হয়, মনিরুদ্দিন আমেদের জগৎ থেকে বাসুদেব দাস বাউলের জগতে একটি গান যে নিয়মে পৌঁছতে পারে, যেভাবে বাসুদেবের জগতে গানটি মনিরুদ্দিনকে বাদ দিয়েও স্থান করে নিতে পারে, সেই একই গান যখন বাসুদেবের জগৎকে অতিক্রম করে 'হাওয়া'র জগতে গিয়ে পৌঁছায়, তখন লেনদেনের নিয়ম খানিক পাল্টে যায়। সেই জগতে স্বীকারঅস্বীকারের সঙ্গে নাম, যশ আর অর্থ জড়িয়ে আছে। যাঁরা তাঁর গান গেয়েছেন, রেকর্ড করেছেন, স্বপ্না চক্রবর্তী, কিংবা আমিনূর রশিদ বা কার্তিক দাস বাউল-কতদূর স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁরা মনিরুদ্দিন আমেদকে? কখনো কোনো সাম্মানিক পেয়েছেন কি তিনি তাঁদের কাছ থেকে? না পেয়ে থাকলে কোনো ক্ষোভ আছে কি? অবশ্যই আমি এমন কোনো কথা মনিরুদ্দিন আমেদকে জিজ্ঞেস করিনি, কারণ, তা অশোভন হতো। কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে নিজের এই জগতে মনিরুদ্দিন এতটাই নিশ্চিন্তিতে থাকেন, সেখানে কে স্বীকৃতি দিলো বা দিলো না, তাতে খুব কিছু যায় আসে না। তুলনায় সুমনের 'হাওয়া' এক দূরতর দ্বীপ। সেখানে স্বীকৃতি না পেলে মনে ক্ষোভ জাগে ঃ সকলের যদি নাম থাকে, তাহলে মনিরুদ্দিনের নেই কেন? তাঁরই গান গেয়ে আর কারো নাম হবে, অর্থ হবে, এ কেমন? এই প্রশ্ন লেখক থেকে তাঁর পরিবারের, ছাত্র, বন্ধু, পড়শির একটা গোটা সমাজের। স্বীকৃতি এলে তাই সকলেরই গর্ববোধ হয়।

হাওয়ার নির্মাতাদের আমি বলি, মনিরুদ্দিন আমেদের জন্য এন্ড টাইটেল সংশোধন করবেন যখন, তখন যেন আরো একটা ভুল সংশোধন করে দেন। ব্যাপারটা ঠিক ভুল নয়। এটা একটা ভুলে যাওয়ার ঘটনা। এই লেখার শুরুতেই বলেছিলাম, হাওয়ায় চতুর্থ একটি গান আছে, 'জ্বালা সহে না আমার অন্তরে'। হয়ত স্রেফ এক মিনিটেরই গান। কিন্তু একবার শোনামাত্র সেই সুর আমায় কামড়ে ধরে।

গল্পে তখন সবাই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, মাঝিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে। ''ওই ছেমরিটা কই রে? আর ইবা?'' সবাই এখন বুঝতে পারে যে গুলতি আর ইবার মধ্যে কী যেন একটা টান তৈরি হয়েছে। এমন কথোপকথনের ভিতরেই এই গান শুনতে পাওয়া যায়। তারপর দেখা যায় গুলতি হেঁটে যাচ্ছে, আর ইবা তাকিয়ে আছে তার দিকে আর গুলতি ফিরে তাকায় একবার। ইবা একটা সিগারেট ধরায়। এইটুকুই শুধু, আর কিছু না। 'বন্ধু প্রেমও বিচ্ছেদের জ্বালা সহে না আমার অন্তরে'। শাহজাহান মুন্সীর গলায় রজ্জব আলী দেওয়ানের গান। সিনেমাশেষে ক্রেডিট স্ক্রোলএ গিয়ে দেখি, এই গানটির কোনো উল্লেখ নেই কোথাও। আমার যত না মনিরুদ্দিনের গানকে সংগৃহীত বলা নিয়ে আপত্তি-কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত ওঁরা জানতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত গানটি সংগৃহীতই ছিলতার চেয়ে বেশি আপত্তি এই ভুলে যাওয়া নিয়ে। কেন এমন ভুল করবো আমরা?

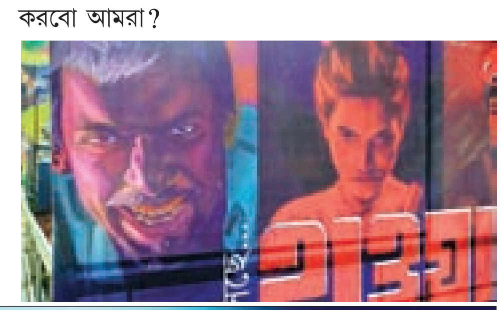

পারিবারিক বিবাদের জেরে স্ত্রী সহ শ্যালিকা ও তার মেয়েকে কুপিয়ে মেরে আত্মঘাতী হয়েছে স্বামী

মালদা। পারিবারিক বিবাদের জেরে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো মালদায় । স্ত্রী সহ শ্যালিকা ও তার মেয়েকে কুপিয়ে মেরে আত্মঘাতী হয়েছে স্বামী । মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আত্মঘাতী স্বামীর স্ত্রী নির্মলা মন্ডল (২৮)। শনিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলাবাড়ী বাঁধাপুকুর এলাকায়। এই ঘটনার বিষয়টি জানাজানি হতেই গ্রাম জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মৃত তিনজনের দেহ ইংরেজবাজার থানার পুলিশ উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি নির্মলা মন্ডল নামে ওই গৃহবধূ বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে মেডিকেল কলেজে পাঞ্জা লড়ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম টুবাই মণ্ডল (৩৫), দীপ্তি সিংহ মণ্ডল (২৪), এবং লক্ষ্মী মন্ডল (১৪)। দীপ্তি মন্ডল সম্পর্কে টুবাই মন্ডলের দাদার বউ। মৃত লক্ষ্মী মন্ডল তার শ্যালিকার মেয়ে । দুইজনকেই কুড়োল দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করে অভিযুক্ত টুবাই মন্ডল। এরপর সে নিজে বাড়ির দোতলা ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়। এই ঘটনার সময় বৌদি এবং শ্যালিকার মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে টুবাই মন্ডলের স্ত্রী নির্মলা মন্ডল কুড়োলের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে।

পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত টুবাই মন্ডল দীর্ঘদিন আগেই দুবাই শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিল। কয়েকদিন আগেই বাঁধাকপুকুর এলাকার নিজের গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে ওই ব্যক্তি। কিন্তু তার আগে থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে গোলমাল চলছিল স্বামীর। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে বাবার বাড়িতেই ছিলেন স্ত্রী নির্মলা দেবী। কয়েকদিন আগে টুবাই মন্ডল মালদার গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। এরপর তার স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামীর কথাই রাজি হতে চাই নি স্ত্রী। এরপরই শনিবার রাতে পরিকল্পনা মাফিক মদ্যপ অবস্থায় হাতে কুড়োল নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটায় অভিযুক্ত টুবাই মণ্ডল।ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, তিনজনের মৃতদেহ মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। গুরুতর জখম টুবাই মন্ডলের স্ত্রী নির্মলা দেবী, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। হামলাকারীর কুড়োল উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

অভিষেকের জনসভার মাঠ পরিদর্শন

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) - তৃণমূলের নবজোয়ার কমসূচিতে যোগদান করতে আগামী দশই মে মহম্মদবাজার আসছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । মহম্মদবাজারে জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে তৃনমূল সূত্রে জানা গিয়েছে । কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে শুক্রবার মহম্মদবাজার ব্লকের সমস্তস্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে সভার মাঠ পরিদর্শন করলেন তৃণমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী ,সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, তৃনমূল নেতা দেবাশীষ সাহা । তৃণমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে মাঠ ঘুরে দেখলাম ।

তৃণমূল ছাড়লো সংখ্যালঘু ব্লক সভাপতি

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) - মালদা জেলা সফর শেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কলকাতা ফেরার দিনেই তৃণমূল ছাড়লো রামপুরহাট একনং ব্লকের সংখ্যালঘু সভাপতি রিয়াজুল হক । এক ভিডিও বার্তায় রিয়াজুল হক বলেন, পারিবারিক অসুস্থতার জন্য পরিবারকে সময় দিতে পারছি না এবং ব্যাবসাতে সময় দিতে পারছি না বলে দল থেকে পদ থেকে ইস্তফা দিলাম । বগটুই গ্রামে বাড়ী রিয়াজুল হকের । মিহিলাল শেখ,ফটিক শেখ বিজেপিতে যোগদানের পর বগটুই গ্রামে সংখ্যালঘু ভোট ধরে রাখতে রিয়াজুলকে সংখ্যালঘু ব্লক সভাপতি করেছিল তৃণমূল ।

ইলেকট্রিক শক লেগে মৃত্যু চা বাগানের কর্মীর

আলিপুরদুয়ারঃ ইলেকট্রিক শক লেগে মৃত্যু চা বাগানের কর্মীর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দলসিংপাড়া চা বাগানে।জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম সন্তোষ বড়ুয়া। দলসিংপাড়া বাগানে কর্মরত ছিলেন ওই ব্যক্তি তিনি বাগানের ইলেকট্রিসিয়ান ছিলেন ।শনিবার রাতে বাগানের ফ্যাক্টরিতে বিদ্যুৎ তার সাড়াইয়ের কাজ করছিলেন তিনি।হঠাৎই ইলেকট্রিক শক লেগে সেখানেই তার দেহ ঝুলে থাকে।পরবর্তীতে বাগানের অন্যান্য কর্মীরা তার দেহ দেখে পুলিশে খবর দেয়।জয়গাঁ থানার পুলিশ ও বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা দেহ উদ্ধার করে লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। লতাবাড়ি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে ।

হায়দার পাড়া ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ হায়দার পাড়া ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির।শিলিগুড়ি হায়দার পাড়া ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এবং শিলিগুড়ি তেরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় রবিবার এক রক্তদান শিবিরের আযয়োজন করা হয় হায়দার পাড়া ব্যবসায়ী সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে।

রাতে হঠাৎ বজ্র বিদ্যুত সহ বৃষ্টি, মিটারের আগুন ছড়িয়ে পড়লো ঘরে, অসুস্থ হয়ে পড়লেন সদ্যজাত শিশুর মা

ধূপগুড়ি ব্লকের বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ডাঙ্গাপাড়া এলাকার বাসিন্দা তহিদুল ইসলাম ও রোজিফা খাতুন। প্রতি শনিবার শ্বশুড়বাড়িতে যায় তহিদুল। আর তাই অন্যান্য দিনের মতো শনিবার রাতেও তিনমাসের শিশুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন মা রোজিফা খাতুন। শনিবার সকাল থেকে কখনো রোদ ও কখনো মেঘলা আকাশ ছিল। গত কয়েকদিনের মতো হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও ঝড়ের আগাম কোনো পূর্বাভাস ছিল না। কিন্তু হঠাৎ রাতে শুরু হয় ঝড়, বৃষ্টি। বৃষ্টি সেরকম না হলেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ের দাপট ছিল যথেষ্ট। কয়েক মিনিটের মধ্যে লন্ডভন্ড হয় সবকিছুই। ঝড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বজ্যবিদ্যুতের ঝলকানিতে ভয় পেয়েছে অনেকে।ঘরে ভেঙ্গে পড়ে গাছ। তিনমাসের শিশুকে নিয়ে তখন মহা বিপদে মা রোজিফা খাতুন।এরমধ্যেই হঠাৎ ঘরের মিটারে বিকট শব্দ হয়ে ঘরে আগুন লেগে যায়। ঘটনায় ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে রোজিফা। এদিকে সকালেই বাড়িতে আসেন তহিদুল ইসলাম। পরিস্থিতি দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন তিনিও। স্ত্রী ও শিশুকে নিয়ে হাসপাতালে যাবার জন্য এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে ফোন করলেও কোনো ব্যবস্থা হয়নি। বেলা ১২ টা পর্যন্ত বাড়িতেই রয়েছেন তারা। তিনমাসের শিশুকে নিয়ে কাটানো রাতটা যে কতটা ভয়ঙ্কর ছিল তা হয়তো রোজিফা খাতুন জানে।

শিলিগুড়ি বিএসএনএল দপ্তরের সামনে থেকে হরেন মুখার্জি রোডের অন্তর্বর্তী রাস্তাটির নামকরণ হচ্ছে 'ইস্টবেঙ্গল রোড'

শিলিগুড়ি ঃ অপেক্ষার অবসান ঘটলো আজ শিলিগুড়ি শহরে জুড়ে গেলো এক নতুন পালক,শিলিগুড়ি পৌরণিগমের এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, শতবর্ষ প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামে রাস্তার নামাঙ্কিতকরন। শিলিগুড়ি বিএসএনএল দপ্তরের সামনে থেকে হরেন মুখার্জি রোডের অন্তর্বর্তী রাস্তাটির নামকরণ হচ্ছে 'ইস্টবেঙ্গল রোড'। এতে খুশি গোটা উত্তরবঙ্গের লাল হলুদ সমর্থকরা। এই উপলক্ষে রবিবার শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। এই শোভাযাত্রাটি শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

নিম্ন মানের কাজ পথশ্রী রাস্তা নির্মানে,বাধা গ্রামবাসীদের

আলিপুরদুয়ার ঃ পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নির্মানে কাজ হচ্ছে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে ,এই অভিযোগ তুলে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের বনচুকামারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ফোস্কার ডাঙ্গা এলাকায়।স্থানীয়দের অভিযোগ এই এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরি করা হচ্ছিল। কিন্তু রাস্তা তৈরিতে যেখানে বোল্ডার ভেঙে যে কাটা পাথর বের হয় ,পুরোপুরি তা না দিয়ে তার মধ্যে মেশানো হচ্ছে নদীর গোটা ছোট পাথর। যে পাথর দিয়ে এই রাস্তা তৈরি করলে ,তার স্থায়ীত্ব বেশিদিন হবে না। তাই রবিবার যখন ঠিকাদারের লোকজন কাজ শুরু করে ,গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে সেই কাজ বন্ধ করে দেয়। তাদের দাবি নিয়ম মেনে করতে হবে রাস্তার কাজ। পরে ঘটনাস্থলে ঠিকাদার আসলেও মেটেনি সমস্যা। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বলেন, ঠিকাদার খারাপ পাথর আলাদা করে সরিয়ে দিয়ে কাজ করবে।এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু স্থানীয় বিজেপি মন্ডল সম্পাদক মিঠুন বর্মন বলেন,নিম্নমানের কাজের কারণে মানুষ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র ও নগদ টাকাসহ গ্রেফতার ৪ দুর্বৃত্তকে আদালতে পেশ করা হয়েছে

কলকাতা ঃ আগ্নেয়াস্ত্রসহ চার দুষ্কৃতিকে হাতে নাতে গ্রেফতার করল ক্যানিং থানার পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার রাতে চারজনের একটি দুষ্কৃতি দল গাড়িতে করে ক্যানিং থেকে বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিল। তাদের দেখে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের সন্দেহ হয় । তাদের হাত দেখিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে । কিন্তু তাতে আমল না দিয়ে দ্রুত গতিতে পালানোর চেষ্টা করে । এর পর পুলিশ তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে। পুলিশের দেখে গাড়িটি আরো দ্রুত পালানোর চেষ্টা করে । এতে আরো সন্দেহ বাড়ে পুলিশের । এরপর বাহিরসোনা এলাকায় গাড়িটিকে আটক করে । মেলে একটি আগ্নেয়াস্ত্র , একটি চপার , কয়েক রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং নগদ বেশ কিছু টাকা । গাড়িতে থাকা চারজনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ । ধৃত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে একাধিক খুন ও ডাকাতির অভিযোগ আছে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে । তারা দল বেঁধে এদিনও কোথাও অসামাজিক কাজের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল বলেই প্রাথমিক ভাবে মনে করছে পুলিশ । ধৃতদের সোমবার আদালতে তোলা হবে ।

বিএসএনএলএর অস্থায়ী কর্মচারীরা হাশমি চকে অবস্থান নিয়েছিলেন

শিলিগুড়ি ঃ বিএসএনএল এর অস্থায়ী কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে হাশমি চকে বিক্ষভ প্রদর্শনী। সোমবার দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিএসএনএলের অস্থায়ী কর্মচারীরা। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই তারা বিএসএনএল এ কর্মরত বিগত কুড়ি থেকে ২৫ বছর কাজ করার পর আজ কোম্পানির পক্ষ থেকে তাদেরকে ছাটাই করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বারো মাসের বকেয়া টাকা তাদেরকে দেয়া হয়নি তারা বঞ্চিত কয়েক বছরের পিএফ ফান্ড থেকে। বিএসএনএল অস্থায়ী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদক রাজীব মন্ডল জানান তাদের কাজে না ফিরিয়ে নিলে এবং তাদের যে বকেয়া টাকা বিএসএনএল এর পক্ষ থেকে ফেরত না দেয়া হলে তারা ভবিষ্যতে বড় একটি আন্দোলনে যুক্ত হবে। তিনি আরো জানান এমন ভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এই বিএসএনএলের অস্থায়ী কর্মচারীরা রাষ্ট্রপতির কাছে ইচ্ছামৃত্যুর দাবি জানাবেন।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এলাকায় শ্রমিকদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন

শিলিগুড়ি। মে দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এলাকায় যে শ্রমিকরা কাজ করেন তাদের কে নিয়ে শ্রমিক দিবসে দিনে নিউ জলপাইগুড়ি ট্টতত্মঝ পক্ষ থেকে সোমবার ডি এস কলোনি এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। আইএনটিটিইসি সভাপতি সুজয় সরকার এদিন সকালে ট্টতত্মঝ দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন। শ্রমিক দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রমিক বেদি তে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এছাড়াও শ্রমিক দের বস্ত্র বিতরণ বিনামূল্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা শিবির করা হয় ।নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় একটি রিস্কা চালক দীর্ঘ দিন ধরে রিস্কা চালিয়ে আসছেন,তার আর্থিক সমস্যা রয়েছে। বেশ কিছু দিন পর সেই রিস্কা চালকের কন্যা বিবাহ রয়েছে তাকে এদিন তাকে সাহায্য করা হয়।

আন্তর্জাতিক মে দিবস উপলক্ষে আলিপুরদুয়ার জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন

আলিপুরদুয়ার ঃ আন্তর্জাতিক মে দিবস। সোমবার কালচিনি আর এস পি কার্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল আন্তর্জাতিক মে দিবস। মে দিবস উপলক্ষে কালচিনি আর এস পি কার্যালয়ে এদিন সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সকালে প্রথমে পতাকা উত্তোলন করা হয় । পরবর্তীতে আর এস পি জেলা স্তরীয় নেতৃত্বরা বক্তব্য পেশ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুরু হয় আর এস পি কার্যালয়ে ।

পাটের গুদামে আগুন, লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি, আহত দমকল কর্মী

জলপাইগুড়ি। রবিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গড়াল বাড়ী অঞ্চলের শুভ চনী গ্রামে একটি পাট মজুত গুদামে আগুন লাগার ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি থেকে ছুটে যায় দমকলের ইঞ্জিন।গ্রামবাসীদের সহায়তায় আগুণ নিয়ন্ত্রণে আনলেও স্থানিয় গ্রামবাসীদের অনুমান প্রায় বেশ কয়েক লক্ষ টাকার পাট আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।দ্রুত আগুণ নেভানোর কাজ করার সময় এক দমকল কর্মী আহত হয়েছেন বলেও জানা যায়

প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়িতে পোল্ট্রি ফিড প্লান্টের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ পশ্চিমবঙ্গের জেলা গুলিতে বাজারে নানান ধরনের প্রাণী খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড সালবনি ,কল্যাণী, গাজল ও শিলিগুড়িতে পোল্ট্রি ফিড প্লান্ট তৈরি করেছে। এবার থেকে দার্জিলিং জেলার মাল্লাগুড়িতে শিলিগুড়ি পোল্ট্রি ফিট প্লাঃট ডিম পাড়া মুরগি ও বয়লার মুরগির খাদ্য উৎপাদন হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় এটি খাদ্যের গুণগতমান বজায় রেখে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুলভ মূল্যে, এপিক ফিড খাদ্য খামারির হাতের নাগালে পৌঁছানোর প্রয়াস।

বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে চলন্ত বাস থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের

শিলিগুড়ি ঃ বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে চলন্ত বাস থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। শিলিগুড়ি মহাকুমার ফাঁসি দেওয়ার জয়ন্তীকার ঘটনা। ফাঁসি দেওয়ার জয়ন্তিকা থেকে বাগডোগরা ফেরার পথে জয়ন্তিকা আন্ডার পাশে বাসের দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় ওই। ঘটনার পর তড়িঘড়ি যুবককে শিলিগুড়ি মহাকুমার বাগডোগরা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে যুবকের মৃত্যু হয়। যুবকের নাম জুয়াকিম ঠঞ্ঝঞ্চতজ্ব । রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

ব্লক এবং পঞ্চায়েতের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক সারলেন জেলাশাসক

মালদা ঃ প্রাক্তন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নামাঙ্কিত সভাকক্ষের উদ্বোধন করতে এসে ব্লক এবং পঞ্চায়েতের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক সারলেন জেলাশাসক।কাজের খতিয়ান নিলেন বিভিন্ন পঞ্চায়েতের কাছে।সেই বৈঠকেই এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেহাল রাস্তা দ্রুত নির্মাণের নির্দেশ দিলেন বিডিওকে। তহবিলে টাকা থাকা সত্ত্বেও খরচ না হওয়াই জেলা আধিকারিকরা ধমক দিলেন পঞ্চায়েত প্রধানদের। দ্রুত সমস্ত বকেয়া কাজ মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হল। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকে কে সি দাস কক্ষের উদ্বোধন করতে আসেন মালদার জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া। উল্লেখ্য কে সি দাস এক সময় এই ব্লকেরই বিডিও ছিলেন। কক্ষ উদ্বোধনের পর ব্লক দপ্তরে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে নেন জেলাশাসক। উপস্থিত ছিলেন হরিশচন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বান বসু, হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিজয় গিরি, চাঁচল মহকুমা শাসক কল্লোল রায়, হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন সহ ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। এই বৈঠকে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত লতাসি গ্রামের রাস্তা দ্রুত নির্মাণের নির্দেশ দেন বিডিও কে।এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায় রাস্তার দূরবস্থার কথা।তিনি বলেন ওই গ্রামের রাস্তা এতটা খারাপ আমরা যেতে পারছি না।এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে।দ্রুত ওই রাস্তার কাজ করান।এমন ভাবেই বিডিও কে নির্দেশ দেন মন্ত্রীমশাই। এছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি রাস্তার কাজ দ্রুত করার নির্দেশ দেন তিনি। ব্লক সূত্রের খবর মে মাসে সব গুলো কাজ সম্পূর্ন হয়ে যাবে। এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুরের দুইটি ব্লকেরই বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ১ কোটির অধিক টাকা রয়েছে তহবিলে।কিন্তু খরচ হয়নি।সেই নিয়ে প্রধানদের ধমক দেন জেলা আধিকারিকরা। জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া বলেন, আজ হরিশ্চন্দ্রপুরে দুইটি ব্লকের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলাম। এখানে বেশির ভাগ জায়গায় কাজ হয়ে গেছে। যেখানে হয়নি দ্রুত করতে বলা হয়েছে।জলসঙ্কটের ব্যাপার নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

আইহো স্ট্যান্ডে INTTUC এর উদ্যোগে শ্রম দিবসের আয়োজন

মালদাঃ - গোটা মালদা জেলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে শ্রমিক দিবস পালন করা হলো মহাসাড়ম্বরে। সেইমত সোমবার সকালে মালদহের হবিবপুর ব্লকের আইহো ট্রাক,মিনি ট্রাক এন্ড ট্রেকার শ্রমিক ইউনিয়নের তরফে দিনটি পালন করা হয়। জানা যায় সোমবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন INTTUC আই এন টিটি ইউ সি পরিচালিত ট্রাক, মিনি ট্রাক এন্ড টেকার শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় আইহো স্ট্যান্ডে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন জেলা সভাপতি মানব ব্যানার্জি এছাড়াও শ্রমিক সংগঠনের আইহো আপনি তাকে সম্পাদক ও বিভিন্ন কর্মীরা । জানা যায় এদিন শহীদ বেদীতে মাল্যদান এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনের সামিল হন ট্রাক মিনিটে এবং টেকার শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীরা।

প্রধানমন্ত্রীর শুধুমাত্র মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০০ পর্ব সম্পূর্ণ করার সময় আছে কিন্তু তিনি ১০০ দিনের কাজের জন্য বকেয়া তহবিল প্রদান করতে অক্ষম ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর দিনাজপুর। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিক দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, ''প্রধানমন্ত্রীর শুধুমাত্র মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০০ পর্ব সম্পূর্ণ করার সময় আছে''আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার শ্রমিকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর দল প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের অধিকার বজায় রাখবে।

উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে জনসংযোগ যাত্রার অংশ হিসেবে এক জনসভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, আজ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। আমাদের সকল শ্রমিক বন্ধুদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমরা আগামী দিনে তাঁদের অধিকার ও দাবি বজায় রাখব। এই কারণেই আমরা জনগণকে তাঁদের নিজেদের প্রার্থী বাছাই করার অনুমতি দিয়ে এই উদ্যোগ নিয়েছি।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রমিক সম্প্রদায়ের সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই কথা বলে তার সমালোচনাও করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর রেডিও অনুষ্ঠানটির সমালোচনা করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মন কি বাতের ১০০ পর্ব সম্পন্ন করতে পারেন, কিন্তু তিনি ১০০ দিনের কাজের জন্য বকেয়া তহবিল প্রদান করতে অক্ষম। বর্তমানে, বাংলাই একমাত্র রাজ্য যে রাজ্য ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১০০ দিনের কাজের জন্য কেন্দ্রের তরফে কোনও তহবিল পায়নি। দলের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই রাজ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়েছে। শুধুমাত্র এই কারণে বিজেপি শাসিত কেন্দ্র বাংলার জন্য বরাদ্দ ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় তহবিল আটকে রেখেছে।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে ৩,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি রাস্তা জুড়ে ৬০ দিনের একটি যাত্রা সংগঠিত করছেন। তিনি তৃণমূলে নব জোয়ারের বার্তা রাজ্যের প্রতিটি জেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আগামী দুই মাসের মধ্যে ২৫০টিরও বেশি জনসভা করবেন।

মে দিবসের দিনে রক্তদান শিবিরে এগিয়ে গেলেন তিস্তা থামপাস ক্লাবের সদস্যরা

জলপাইগুড়ি। তিস্তা থামপাস মোটরসাইকেল ক্লাব। রয়েল এনফিল্ড ক্লাব অফ নর্থ বেঙ্গলের সদস্যরা সোমবার মে দিবসের দিনে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের রক্ত সংকট মেটাতে রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এলেন। জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার ইনফিল্ড মোটর বাইক চালকদের অভিনব উদ্যোগ। আজ তারা জলপাইগুড়ি আসাম মোর এলাকায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আযয়োজন করেন। এর আগে এধরনের উদ্যোগ তারা শিলিগুড়িতেও নিয়েছেন এরই পাশাপাশি এদিন জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের ডাক্তার এবং কর্মীদের উপস্থিতিতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে বলে তিস্তা থামপাস ক্লাবের সভাপতি অনুপম দাস জানান।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে পিচের রাস্তা নির্মাণ, 'কাটমানি নেওয়ার জেরে রাস্তার মান খারাপ' দাবি বিজেপির

কোচবিহার ঃ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে পিচের রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ। কাট মানি নেওয়ার জেরে রাস্তার মান খারাপ বলে দাবি বিজেপির। ঘটনাটি তুফানগঞ্জ পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের সুকান্ত পল্লী এলাকা থেকে ভাগারি পারের।স্থানীয়দের অভিযোগ যেখানে একটি রাস্তা তৈরি করতে সময় লাগে দু তিন দিন সেখানে গতকাল একদিনের মধ্যেই কিভাবে রাস্তা তৈরি করলো পৌরসভা। কালকে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।আজকেই রাস্তার বিভিন্ন জায়গা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। যদি সঠিকভাবে কাজ করা হয় তবে এই রাস্তাটি পুনরায় নির্মাণ করা হোক নইলে আগের যেরকম রাস্তা ছিল সেভাবেই করে দেওয়া হোক। পৌরসভা তাদের পরিষেবা দিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তুফানগঞ্জ পৌরসভা একটি কাটমানির পৌরসভাতে পরিণত হয়েছে কটাক্ষ বিজেপি তুফানগঞ্জ শহর মন্ডল সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তীর।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

তিনদিনের পূর্ব আফ্রিকা সফরে শলৎস

বার্লিন ঃ চ্যান্সেলর হওয়ার পর তার দ্বিতীয় আফ্রিকা সফরে গেলেন শলৎস। এবার ইথিওপিয়া ও কেনিয়ায়। এবার তার পূর্ব আফ্রিকা সফর তিনদিনের।বৃহস্পতিবার ইথিওপিয়া পৌঁছেছেন তিনি। শুক্রবার কেনিয়া যাবেন। সুদানে এখন সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে লড়াই চলছে। মাত্র মাস ছয়েক আগে ইথিওপিয়ায় টিগ্রেতে লড়াই থেমেছে। এই পরিস্থিতি শলৎস পূর্ব আফ্রিকা সফর করছেন। ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে ৫৫ সদস্যের আফ্রিকান ইউনিয়নের(এইউ) সদরদপ্তর। এইউর সঙ্গেও তার কথা হয়েছে। শলৎস জানিয়েছেন, তিনি চান, আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০-র সদস্য করা হোক। শুক্রবার শলৎস কেনিয়া সফর শুরু করছেন। সেখানে তিনি গ্রিন এনার্জি নিয়ে আলোচনা করবেন। এইউর সঙ্গে আলোচনায় শলৎস বলেছেন, আফ্রিকায় দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও স্থায়িত্বের লক্ষ্যে এইউ যেভাবে কাজ করছে তা প্রশংসনীয়।

আফ্রিকায় বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে সুদানে সংঘাত নিয়ে শলৎস আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সুদানে শান্তি ফেরানোর ক্ষেত্রে জার্মানি এবং ইইউ সবধরনের সাহায্য করবে।

শলৎসের সঙ্গে একটা বড় বাণিজ্য প্রতিনিধিদল গেছে। আফ্রিকায় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব কম করতে চাইছে জার্মানি। তারা চায়, জার্মান শিল্পপতিরা আফ্রিকায় বিনিয়োগ করুন। শলৎস আলোচনায় ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গও তুলেছেন। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধে ইউক্রেনকেই সমর্থন করা উচিত। কারণ, এই যুদ্ধ শুধু ইউরোপের নয়, গোটা বিশ্বের কাছেই বিপদের কারণ। শলৎস বলেছেন, একটা বড় দেশ একটা ছোট দেশকে আক্রমণ করবে, এটা মেনে নেয়া যায় না। কোনো দেশ যেন তাদের সীমানা বাড়াতে না যায়। সেটা হলে বিশ্বে শান্তি নষ্ট হবে।

জার্মানিতে হয়ে গেল 'হ্যালো রোবট' প্রদর্শনী

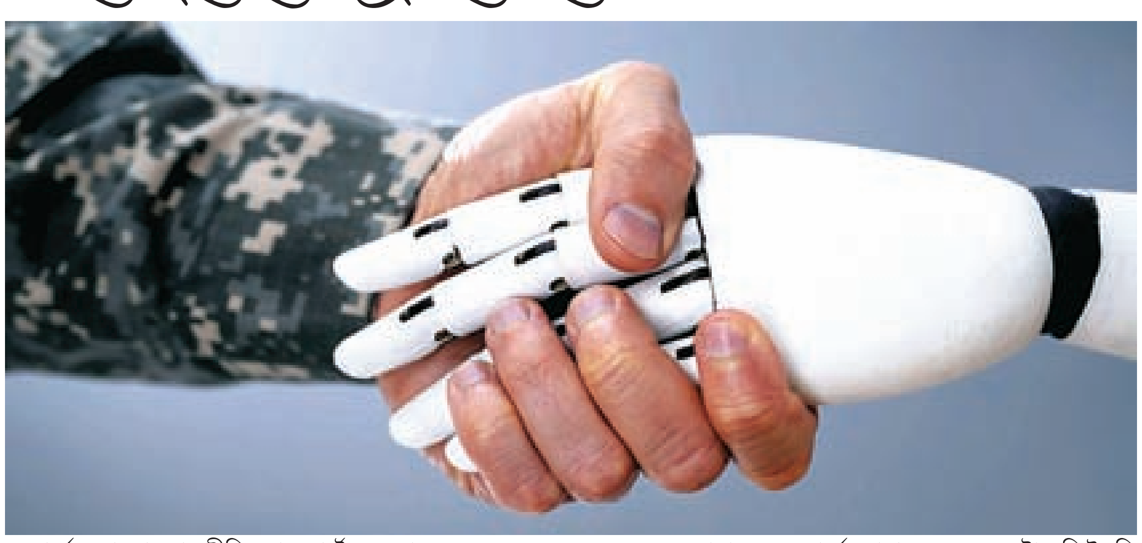

বার্লিন ঃ জার্মানির ভাইল আম রাইনের ভিট্রা ডিজাইন মিউজিয়ামে সম্প্রতি 'হ্যালো রোবট' নামে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। রোবট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে উত্তেজনা - ইত্যাদি বিষয়ে সেখানে আলোচনা হয়েছে।

কিউরেটর ছিলেন অস্ট্রিয়ার আমালি ক্লাইন। তিনি বলেন, ''পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রায় সবকিছুতেই প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। এটা অনেকটা রংয়ের স্তরের মতো। এটা হয়ে গেছে। এটা আর ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। বোতল থেকে জ্বিন বেরিয়ে গেছে। তাই ব্যক্তি হিসেবে আমরা এবং সমাজ কীভাবে প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেবো, তা খুঁজে বের করতে হবে।''

বুদ্ধিমান যন্ত্র ছাড়া এখন শিল্পজগতের কথা ভাবাই যায় না। মানুষ ও রোবটের মধ্যে সম্পর্ক এখন ইউটোপিয়া ও ডিস্টোপিয়ার মধ্যে দুলছে। একদিকে প্রযুক্তির সাহায্যে উন্নত জীবনযাপনের আশা করা হচ্ছে, অন্যদিকে মানুষের কাজ হারানোর আশঙ্কাও রয়েছে।

ক্লাইন বলেন, ''একটা রোবট আছে যেটা মেনিফেস্টো লিখতে পারে - যার সম্পর্কে আমরা রাজনীতি বা আর্টের জগত থেকে জানি। এটা একটা বুদ্ধিভিত্তিক কাজ। কিন্তু এই রোবট আসলে বোকা। কারণ সে তিনটি ভাষা জানে শব্দভান্ডার, গ্রামার আর সিন্টেক্স বোঝে, কিন্তু কী লিখছে সেটা সে বোঝে না।'' অনেক মুভিতে কৃত্রিম মানুষকে তুলে ধরতে দেখা গেছে যারা দেখতে অনেকটা আমাদের মতো, কিন্তু আমাদের চেয়েও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। মেট্রোপলিস থেকে শুরু করে ২০০১, ব্লেড রানার থেকে শুরু করে ম্যাট্রিক্স ঃ এমন সব সায়েন্স ফিকশন ব্লকবাস্টার মুভিতে চলচ্চিত্র নির্মাতারা রোবট, অ্যান্ডরয়েড ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতি মানুষের মুগ্ধতা এবং একইসঙ্গে আশঙ্কার বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। ক্লাইন বলেন, ''পুপলার কালচারের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেককিছু আমাদের মাথায় ও মনে ঢুকে গেছে। এভাবে রোবট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমাদের মনে একটা ছবি তৈরি হয়েছে। তাই আমরা যখন বাস্তবে রোবট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দেখি, তখন হতাশ হই, কারণ বেশিরভাগ সময়ই মুভি বা বইয়ে পড়ার মতো তাদের চমকপ্রদ মনে হয় না।'' কিন্তু মানুষের সৃজনশীলতা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মধ্যে সীমানা কোথায়? যন্ত্র কি শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তি জগতের সবশেষ রহস্য, আবেগ অনুভব করা ও তাকে শিল্পে পরিণত করতে সক্ষম হবে?

সার্বিয়ায় আবার বন্দুকধারীর হামলা, মৃত আট

সার্বিয়া ঃ দুই দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার বন্দুকধারীর হামলা সার্বিয়ায়। বেলগ্রেডের কাছে বন্দুকধারীর তাণ্ডবে মৃত আট, আহত ১৩।

গুলি চালাবার পর বন্দুকধারী পলাতক। তাকে ধরার জন্য পুলিশ বিভিন্ন রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। ঘটনাটা ঘটেছে বেলগ্রেড থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরে ম্লাডেনোভাক শহরে।

স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে একটি স্কুল চত্বরে অভিযুক্তর সঙ্গে কয়েকজনের ঝগড়া হয়। তারপর অভিযুক্ত চলে যায়। কিছুক্ষণ পর অ্যাসল্ট রাইফেল ও হ্যান্ডগান নিয়ে সে ফিরে আসে। একটা চলন্ত গাড়ি থেকে সে একে একে তিনটি গ্রামে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। মৃতদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মী ও তার বোন আছেন। ডিউটি শেষ হওয়ার পর পুলিশ কর্মী তার বোনকে নিয়ে ফিরছিলেন। এরপর ছয়শ পুলিশ অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা শুরু করেছে। বিভিন্ন চেক পয়েন্টে প্রচুর পুলিশ রয়েছে। প্রতিটি গাড়ি চেক করা হচ্ছে। পুলিশ তিনটি গ্রামই ঘিরে রেখেছে। অভিযুক্তকে খুঁজতে হেলিকপ্টার ও ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনটি গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন, তারা সারা রাত ঘুমাতে পারেননি। গ্রামে শোকপালন করা হচ্ছে।

বুধবার বেলগ্রেডের স্কুলে গিয়ে গুলি চালিয়ে নয়জনকে হত্যা করেছিল এক কিশোর। রীতিমতো তালিকা বানিয়ে সে স্কুলে গিয়েছিল এবং বাবার বন্দুক দিয়ে গুলি চালায়।

সেই শোক কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ঘটনা ঘটলো।

বৃহস্পতিবার রাতে স্কুলেরছেলেমেয়েরা মোমবাতি মিছিল করেছে। স্কুলের শিক্ষকরা শিক্ষা বিভাগের সামনে গিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। স্কুলগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানাচ্ছেন তারা।

সার্বিয়ার সরকার দুই বছরের জন্য নতুন করে বন্দুকের লাইসেন্স না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শুভেন্দু'র কনভয়ে থাকা যাত্রীদের নোটিশ পাঠাচ্ছে পুলিশ, নেতৃত্বকে 'বড়' নির্দেশ অভিষেকের

কলকাতা ঃ শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ের একটি গাড়ির ধাক্কায় যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ। আর সেই অভিযোগ ঘিরেই কার্যত উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় বিরোধী দলনেতাকে গ্রেফতারের দাবিতে পথে নেমেছে তৃণমূল। সকাল থেকেই চলছে বিক্ষোভ। অন্যদিকে এই ঘটনায় ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে চন্ডীপুর থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির চালককেও। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম আনন্দ কুমার পান্ডে বলে জানা গিয়েছে। আজ শুক্রবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে একদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ বিচারকের। অন্যদিকে এই ঘটনায় বিরোধী দলনেতার কনভয়ে থাকা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। আর এই মর্মে নোটিশও পুলিশের তরফে পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও নোটিশ পুলিশের তরফে যায়নি বলেই শুভেন্দু অধিকারী সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনায় আইন মেনে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ইতিমধ্যে ময়দানে তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনার পরেই মৃত ওই যুবকের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন দোলা সেন সহ একাধিক তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে খোদ বিরোধী দলনেতার বাড়ির সামনেও বিক্ষোভ দেখানো হবে বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় দলীয় নেতাদের শোকাহত পরিবারকে সব ধরনের সহায়তা যেন করা হয় সেই বার্তা দিয়েছেন। '১০০০ কোটি টাকা টাকা জলে গিয়েছে', আক্ষেপের মধ্যেই গঙ্গার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মমতা পাশাপাশি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নিহতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে। তবে বিজেপির দাবি, মৃত্যু কখনই কাম্য নয়। কিন্তু অযথা মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। জানা গিয়েছে, কাঁথি ফেরার সময়ে বিরোধী দলনেতার কনভয়ে থাকা একটি গাড়ি স্থানীয় এক যুবককে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। মৃত ওই যুবকের নাম সেক ইসরাফিল বলে জানা গিয়েছে। বাড়ি চণ্ডিপুর থানার ভৈরবপুর গ্রামে। শুভেন্দু অধিকারী কনভয়ের গাড়ির ধাক্কায় যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ, অবরোধ চণ্ডীপুরে অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা ঘনিষ্টদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার অনেক আগেই শুভেন্দু অধিকারী বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক দূরে একটি বুলেট প্রুফ গাড়ি ছিল তাতে এই ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখ্য, এর আগেও বিরোধী দলনেতার যাত্রাপথে নিরাপত্তা ঢিলে ঢালা থাকে। আগেও দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছে তাঁর কনভয়। তবে দুর্ঘটনার এই বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারী কিছুই জানতেন না বলে দাবি ঘনিষ্ঠদের। তবে এই বিষয়ে এখনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি বিরোধী দলনেতার।

আবার বড় ভূমিকম্পের শঙ্কা জাগানো কম্পন

ঢাকা ঃ রাজধানী ঢাকা আবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো। শুক্রবার ভোর ছয়টার দিকে ৪.৩ মাত্রার এই ভূকিম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার দোহার থেকে ১৪ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে। ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল। বিশ্লেষক ও গবেষকরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, ঢাকায় যদি সাত মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে, তাহলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। সর্বশেষ এই ভূমিকম্প কী ইঙ্গিত দিচ্ছে? এখানে কি সাত মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা আছে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভূতত্ত্ববিদ ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, ''আমাদের গবেষণায় দেখেছি, সুনামগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ হাওড় হয়ে মেঘনা নদী দিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর একটি কাল্পনিক রেখা আঁকলে এর পূর্বেরটা হচ্ছে বার্মা প্লেট আর পশ্চিমেরটা হলো ভারতীয় প্লেট। বাংলাদেশ বার্মা প্লেটের ঝুঁকির মধ্যে আছে। বার্মা প্লেটের সংযোগস্থলে ৮.২ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার শক্তি জমা হয়ে আছে। এটা যে-কোনো সময় বের হয়ে আসতে পারে।'' তার কথা, ''আজ (শুক্রবার) সকালে ৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হলো, ২৫ এপ্রিল আড়াই হাজারে ৪.১ মাত্রার, গত বছর সিলেট অঞ্চলে অনেকগুলো ভূমিকম্প হলো এগুলো বড় মাত্রার শক্তি বের হওয়ার একটা লক্ষণ। আর আজকের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ঢাকার ১০ কিলোমিটারের মধ্যে হওয়ার মানে হলো এই অঞ্চলে যে-কেনো সময় ছোটখাট ভূমিকম্প হতে পারে। আর হঠাৎ বড় মাত্রার ভূমিকম্পও হতে পারে।'' বাংলাদেশের মধুপুর ফল্টে ভূমিকম্প হয় ১৮৮৫ সালে। এটি বেঙ্গল ভূমিকম্প নামে পরিচিত। এটির উৎপত্তিস্থল ছিল মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায়। এর মাত্রা ছিল ৬.৫-৭.০। এটি এত শক্তিশালী ছিল যে, ভারতের সিকিম, বিহার, মনিপুর এবং মিয়ানমারে অনুভূত হয়েছিল। এর আগে ১৮২২ ও ১৮১৮ সালে সিলেট ও শ্রীমঙ্গলে ৭.৫ ও ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। ১৭৬২ সালে টেকনাফ থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কিলোমিটার জায়গায় যে ফল্ট লাইন রয়েছে, সেখানে ৮.৫ মাত্রার বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়। এর ফলে সেন্টমার্টিন দ্বীপ তিন মিটার উপরে উঠে যায়। ভূমিকম্পে সীতাকুণ্ড পাহাড়ে কঠিন শিলা ভেদ করে নীচ থেকে কাদা বালুর উদগীরণ হয়। বঙ্গোপসাগরে সুনামি হয়। সুনামির কারণে ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাড়িঘর ভেসে গিয়ে সেসময় ৫০০ মানুষের প্রাণহানি হয়। ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পাল্টে যায়। গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ৫৪-৫৫টি ছোট ও মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পের রেকর্ড রয়েছে। অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার বলেন, ''গত ১০০ বছরে বড় কোনো ভূমিকম্প আমাদের দেশে হয়নি। এখন বড় ধরনের ভূমিকম্পের সময় চলে এসেছে।'' বাংলাদেশে ২০০৯ সালে ভূমিকম্প নিয়ে একটা সমীক্ষা হয়েছে সিডিএমপি (কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট) ও জাইকার উদ্যোগে। এরপর আর সার্বিক কোনো জরিপ হয়নি। ওই জরিপে তখন বলা হয়েছিল ঢাকা শহরে ৭.৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হলে শহরের ৭২ হাজার ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হবে। এক লক্ষ ৫৮ হাজার বাড়িঘর আংশিক ধ্বংস হবে। তিন লাখের বেশি মানুষ মারা যাবে। আরো লাখ লাখ লোক আহত হবে। এরপর এত বছরে আরো তো অনেক ভবন হয়েছে। ফলে ঝুঁকি আরো বেড়েছে। আর জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) বলা হয়েছে, বাংলাদেশে যদি বড় মাত্রার ভূমিকম্প হয় তাহলে সারা দেশে ছয় কোটি ১২ লাখ মানুষ ক্ষতির মুখে পড়বে। ১১ লাখ ৯ হাজার পাকা ভবন, ২১ লাখ ১৪ হাজার সেমিপাকা স্থাপনা, ৪০২টি খাদ্য গুদাম, ১৪টি গ্যাস ফিল্ড, ১৯৫টি হাসপাতাল, এক হাজার আটটি কল্যাণ কেন্দ্র, দুই হাজার ৮০০ উচ্চ বিদ্যালয়, এক হাজার ৯০০ মাদ্রাসা, ১৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছয় হাজার ৮০০ পুলিশ স্টেশন, এক হাজার ৬০০ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক, সাত হাজার ৪০০ কি.মি. স্থানীয় সড়ক, ২০ হাজার ব্রিজ, এক হাজার ৫০০ কি. মি. রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই প্রতিদেনটি করেছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে বাংলাদেশে ভূমিকম্প মোকাবেলায় প্রস্তুতির অভাব রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিবিদ্যালয়ের উপ -উপাচার্য ও ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এ কে এম মাকসুদ কামাল বলেন, ''গবেষণায় দেখা গেছে, বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে ৪০ ভাগ মানুষ নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করে বেরিয়ে আসতে পারেন। আর যে ৬০ ভাগ আটকা পড়েন তাদের ১০ ভাগকে স্থানীয় মানুষ বা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্ধার করেন। বাকি ৫০ ভাগকে উদ্ধার করতে বিভিন্ন সংস্থার প্রশিক্ষিত উদ্ধারকারী লাগে। সেটাই হলো বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।'' তিনি বলেন, ''ভূমিকম্পে হাসপাতাল, সড়ক, আশ্রয়স্থল সবই বিধ্বস্ত হয়। তাই প্রয়োজন উদ্ধারকারী ও প্রচুর পরিমানে খোলা জায়গা যেখানে তাঁবু খাটিয়ে মানুষকে রাখা হবে। তার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন।'' দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় বলছে, প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকা শহরকে আটটি জোনে ভাগ করে ৩৬ হাজার আরবান ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসে দুটি আলাদা টিম করা হয়েছে, যারা আরবান সার্চ ও রেসকিউ টিম হিসেবে কাজ করবে। তাদের আধুনিক ইকুইপমেন্ট দেয়া হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের মোট কর্মী আছে ১৩ হাজার। সারা দেশে ভলান্টিয়ার আছে ৪০ হাজারের মতো। কিন্তু অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার বলেন, ''যেসব প্রস্তুতির কথা বলা হচ্ছে তা ভূমিকম্প হওয়ার পরের প্রস্তুতি। কিন্তু আগে মানুষকে সচেতন করা। ভূমিকম্প সহনীয় ভবন করা। পুরোনো ভয়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া। এগুলোর তেমন কোনো প্রস্তুতি নেই। আমরা অনেকদিন ধরে এগুলোর কথা বলে আসছি। কোনো কাজ হচ্ছেনা। এখন সেল ফোনকে এই সচেতনতার কাজে ব্যবহার করা যায়। অনেক গেম ডেভেলপ করা যায়, যা দিয়ে শিশু থেকে তরুণ সবাই শিখতে ও জানতে পারবে ভূমিকম্পের আগাম প্রস্তুতি সম্পর্কে। ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে সে সম্পর্কে।'' বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেন, ''আসলে এখন নতুন করে জরিপ করা দরকার যে, ঢাকা শহরের ভবনগুলোরকী অবস্থা। কারণ, আমরা আগের হিসাবেই চলছি। ঢাকা শহরের মাত্র ১০০ ভবনের অকুপেন্সি সার্টিফিকেট আছে। ফলে পরিস্থিতি সহজেই বোঝা যায়। বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকায় যে বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ হবে, তা বোঝা যায়। এবং ২০০৯ সালের হিসাবের চেয়ে অবশ্যই ধ্বসযজ্ঞ বেশি হবে।'' তিনি বলেন, ''গত মাসে রাজউক ভবনগুলো জরিপ করার একটি সিদ্ধান্ত নিলেও সেই কাজ এখনো শুরু হয়নি। এটা রাজউক একা পারবে বলে মনে হয় না। তাই বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ জরুরি।'' তার কথা, ''ক্ষতির যে আশঙ্কার কথা বলা হচ্ছে, তা কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু বিল্ডিং কোড তো মানা হচ্ছে না। পুরোনো ভবনগুলোকে রেট্রোফিটিং-এর মাধ্যমে সবল করা সম্ভব। তার কোনো উদ্যোগ নেই। আসলে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার।'' ভূমিকম্পের উচ্চঝুঁকিতে রয়েছে এমন শীর্ষ ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বিল্ডিং কোড লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণ, অপ্রশস্ত সড়ক অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাবই অভাবই এ ঝুঁকি তৈরি করেছে।

সাতক্ষীরায় আম সংগ্রহ শুরু

ঢাকা ঃ বেধে দেওয়া সময় অনুযায়ী সাতক্ষীরায় আম সংগ্রহ শুরু হয়েছে। গুণগত মান বজায় রেখে নিরাপদে বাজারজাত করতে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন আম পাড়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

শুক্রবার সকাল ৯টায় জেলার কুকুরালীর চাষি মোকছেদ আলীর বাগান থেকে আম সংগ্রহের মধ্য দিয়ে আম পাড়া কার্যক্রম শুরু হয়। এর উদ্বোধন করেন জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মঈনুল ইসলাম মঈন। শেখ মঈনুল ইসলাম মঈন বলেন, ''বিষমুক্ত ও গুণগত মানের আম বাজারজাত করতে কৃষি বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ সিদ্ধান্তে আম সংগ্রহের দিন নির্ধারণ করা হয়। কিছু জাতের আম আজ থেকে পাড়া শুরু হয়েছে। প্রয়োজনে আলোচনা করে অন্য জাতের আম সংগ্রহের দিন এগিয়ে আনা যাবে।'' সাতক্ষীরা সদরের আম চাষিরা জানান, মৌসুম শুরুর আগে বাজারে আম ওঠায় সাতক্ষীরার আমের চাহিদা একটু বেশি। নির্ধারিত সময়ানুসারে ২৫ মে'র পর হিমসাগরসহ অন্যান্য আম সংগ্রহ শুরু হলে বাজারে সাতক্ষীরার আমের চাহিদা কমবে। সাতক্ষীরা শহর কাঁচা ও পাকা মাল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাবু বলেন, ''এবছর সাতক্ষীরায় আমের বাম্পার ফলন হলেও আমের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার শঙ্কায় আছেন চাষিরা। তাই লোকসান এড়াতে আম সংগ্রহের দিন এগিয়ে নিয়ে আনার অনুরোধ করছেন তারা।'' সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনির হোসেন বলেন, ''আমের বাম্পার ফলন হয়েছে। সাতক্ষীরার আম বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে এ বছর ২০০ মেট্রিকটন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে আম সংগ্রহ করা হলে বিদেশে বরাবরের মতো সুনাম ধরে রাখা সম্ভব হবে।'' আবহাওয়া ও মাটির গুণাগুণের কারণে সাতক্ষীরা জেলার আম আগে পাকে। দেশ ছাড়াও সাতক্ষীরার আমের চাহিদা আছে দেশের বাইরেও। জাত ভেদে এই আম গাছ থেকে সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছে আম সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ ক্যালেন্ডার। পঞ্জিকা অনুযায়ী এক সপ্তাহ এগিয়ে ১২ মে'র পরিবর্তে ৫ মে গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, বোম্বাই, গোপালখাস, বৈশাখীসহ স্থানীয় জাতের আম সংগ্রহের নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর দিন অপরিবর্তিত রেখে ২৫ মে হিমসাগর, ১ জুন ল্যাংড়া এবং ১৫ জুন আম্রপালি আম সংগ্রহের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

আফগান হাসপাতালে শিশুদের মৃত্যু ‘চেয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার নেই’

তিন মাসের শিশু তৈয়বুল্লাহ নিশ্চুপ ও স্থবির। তার মা নিগার সন্তানের নাক থেকে অক্সিজেনের পাইপ সরিয়ে সেখানে আঙ্গুল দিয়ে দেখছেন তার ছেলে এখনও নিশ্বাস নিচ্ছে কি না। যখন বুঝতে পারলেন তৈয়বুল্লাহ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, তখন তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আফগানিস্তানের এই হাসপাতালটিতে একটি ভেন্টিলেটরও পর্যন্ত নেই। ছোট ছোট শিশুদের মুখে বসানো যায় এই মাপের মাস্কও নেই হাসপাতালে, যার ফলে মায়েরা তাদের শিশুদের নাকের কাছে অক্সিজেন টিউব হাত দিয়ে ধরে রাখেন। হাসপাতালের নার্স ও যন্ত্রপাতির যেসব কাজ করার কথা, এই নারীরা সেই কাজগুলোই করার চেষ্টা করছেন। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের হিসেব অনুসারে নিরাময়যোগ্য অসুখে প্রতিদিন আফগানিস্তানে ১৬৭টি শিশুর মৃত্যু হয়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও সঠিক ওষুধ দেওয়া দেওয়া গেলে এই শিশুদের বাঁচানো সম্ভব হতো। এই সংখ্যাটা ভয়াবহ। কিন্তু

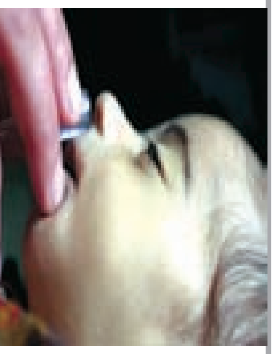

এটা একটা অনুমান। কিন্তু দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় ঘর প্রদেশের প্রধান হাসপাতালে শিশুদের ওয়ার্ডে গেলে মনে হবে এই অনুমান খুবই কম। সবগুলো ঘর অসুস্থ শিশুতে ভর্তি। একটি বেডে কমপক্ষে দুটি শিশু। নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে তাদের ছোট ছোট শরীর প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখানে মাত্র দুজন নার্স ৬০টি অসুস্থ শিশুর দেখাশোনা করে। একটা কক্ষে আমরা অন্তত দুই ডজন শিশুকে দেখেছি যাদের অবস্থা গুরুতর বলে মনে হয়েছে। এই শিশুদের সার্বক্ষণিক নিবিড় পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন, কিন্তু এই হাসপাতালে তা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার পরেও ঘর প্রদেশে যে দশ লাখ মানুষ বাস করেন এটাই তাদের কাছে সবচেয়ে ভাল সরকারি হাসপাতাল যেখানে মৌলিক সুযোগসুবিধা ও সবচেয়ে ভালো যন্ত্রপাতি রয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্য সেবা আফগানিস্তানে কখনোই পর্যাপ্ত ছিল না। এসব পরিচালনার জন্য যে বিদেশি অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় সেটাও ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে যখন তালেবান ক্ষমতা দখল করে তখন থেকে বন্ধ রয়েছে। গত ২০ মাসে আমরা সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক ঘুরে ঘুরে দেখেছি যেগুলোতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা পুরোপুরি ভেঙে পড়ছে। তালেবান সম্প্রতি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এনজিওতে নারীদের কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যার ফলে মানবিক সাহায্য সংস্থাগুলোর পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এর জের ধরে আরো অনেক শিশু ঝুঁকির মুখে পড়েছে। ঘর হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধ ও চিকিৎসকের অভাব সত্ত্বেও সামান্য যা কিছু আছে তা দিয়েই তৈয়বুল্লাহকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শিশুটির অবস্থা দেখতে ছুটে এলেন ড. আহমাদ সামাদি। তার চোখে মুখে ক্লান্তি, চাপ ও হতাশা। তৈয়বুল্লাহর বুকের ওপর তিনি তার স্টেথোস্কোপ ধরে দেখলেন এখনও মৃদু হার্টবিট শোনা যাচ্ছে। নার্স এদিমা সুলতানি অক্সিজেনের পাম্প নিয়ে ছুটে এলেন। লাগিয়ে দিলেন তৈয়বুল্লাহর মুখে। এর পর ড. সামাদি তার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ছোট্ট শিশুটির বুকের ওপর চাপ দিতে লাগলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন তৈয়বুল্লাহর নানা ঘওসাদ্দিন। তিনি জানালেন যে তার নাতি নিউমোনিয়া এবং অপুষ্টিতে ভুগছে। আমাদের চারসাদ্দা জেলা থেকে পাথরের রাস্তা ধরে তাকে এখানে নিয়ে আসতে আট ঘণ্টা সময় লেগেছে, বলেন ঘওসাদ্দিন। এই পরিবারটি যারা তাদের খাবার হিসেবে শুধু শুকনো রুটি কিনে খেতে পারে, এইটুকু পথ আসার খরচ জোগানোর অর্থও তাদের কাছে ছিল না। তার নাতিকে বাঁচানোর জন্য আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা চলল। এর পর নার্স সুলতানি মা নিগারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন ‐ তৈয়বুল্লাহ মারা গেছে। এতক্ষণ এই ঘরে যে নিস্তব্ধতা জমা হয়েছিল, মা নিগারের কান্নায় সেটা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। তার ছেলেকে একটি কম্বলে মুড়িয়ে নানা ঘওসাদ্দিনের হাতে তুলে দেওয়া হলো। এর পর পরিবারটি মৃত শিশুটিকে নিয়ে ফিরে গেল বাড়িতে।

জানা অজানা

সত্যজিৎ রায় ঃ বাংলাদেশের অভিনেত্রী ববিতাকে যেভাবে তাঁর সিনেমার নায়িকা বানালেন

চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় ১৯৭৩ সালে তাঁর সিনেমা ‘অশনি সংকেত’‐এর জন্য বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন বেয়ার পুরস্কার অর্জন করেন।

সত্যজিৎ রায়ের ’অশনি সংকেত’ ছবিতে অনঙ্গ বৌ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী ববিতা।

লন্ডনে ’গোল্ডেন বেয়ার’ পুরস্কার জয়ের পর কলকাতায় ফেরার আগে সত্যজিৎ স্বল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন লন্ডনে। সে সময় এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিবিসি বাংলার শ্যামল লোধকে বলেছিলেন কীভাবে তিনি বাংলাদেশ থেকে তাঁর সিনেমার নায়িকা বেছে নিলেন।

তিনি আরও বলেছিলেন কেন তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের কাহিনীর উপজীব্য হিসেবে গ্রামীণ বাংলাকে বেছে নিয়েছিলেন।

অশনি সংকেত ছাড়াও মহানগর, চারুলতা, পথের পাঁচালিসহ তাঁর অন্যান্য চলচ্চিত্র নিয়েও কথা বলেছিলেন সত্যজিৎ রায়।

মালিক বচনে মোদীর নীরবতায় প্রশ্ন

২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী কাশ্মীরের পুলওয়ামায় আত্মঘাতী জঙ্গি হামলায় চল্লিশজন সশস্ত্র সেন্ট্রল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) জওয়ানের দেহ শতছিন্ন হচ্ছে যখন, তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী সেই সময় উত্তরাখন্ডের জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে ডিসকভারি চ্যানেলের শুটিং করেছিলেন। সেখানে তাঁর এবং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে

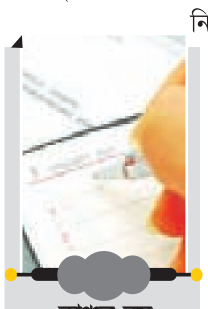

কাঞ্চন বসু
প্রাবন্ধিক

থাকা প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি) এর কারও কাছেই মোবাইল ফোন ছিল না। কারণ ওই অভয়ারণ্যে নেটওয়ার্ক থাকে না। তাই শুটিং সেরে বেরিয়ে, কিছুটা দুরে একটা ধাবায় গিয়ে তিনি ফোন করেন জম্মু কাশ্মীরের তৎকালিন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক কে। জানতে চান, এমন মর্মান্তিক ঘটনা কী ভাবে ঘটল। সত্যপাল মালিক প্রধানমন্ত্রীকে জানান, ‘সন্দেহ নেই যে এই ঘটনার পিছনে পাকিস্তান ইন্ধন স্পষ্ট, তবে একই সঙ্গে এই হামলার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ‘গাফিলতি’ ও দায়ী।’ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। লোকসভা ভোটের ভরা মরসুমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওই নির্দেশের পর সত্যপাল মালিক বুঝে যান, তাঁরই ভাষায়, ‘কী ভাবে হামলা হলো, তার শিকড়ে না গিয়ে একে অন্য কিছুর জন্য কাজে লাগানো হয়েছে।’

পয়লা বৈশাখের দিন (১৫ এপ্রিল ২০২৩) ‘দ্য ওয়্যার’ সংবাদমাধ্যেমের সম্পাদক করণ থাপার কে দেওয়া ওকান্ত সাক্ষাৎকারে এমনই বিস্ফোরক অভিয়োগ এনেছেন সত্যপাল মালিক। সত্য‐র কথা সত্য হলে তা নিঃসন্দেহে অতীব গুরুতর অভিযোগ। করণ থাপারকে সত্যপাল মালিক বলেছেন, তার কাছে খবর ছিল আড়াই হাজারের উপর সিআরপিএফ জওয়ান নিয়ে কনভয় জাতীয় সড়ক ধরে জম্মু থেকে শ্রীনগর আসছে। এত বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র সেনার কনভয় কাশ্মীরের সড়ক পথে যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ। জওয়ানদের সুরক্ষার জন্য হেলিকপ্টর প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনিও। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার কপ্টার দিতে অস্বীকার করে। সত্যপাল মালিক বলেছেন, ‘তাই প্রধানমন্ত্রী ফোন করে আমার কাছে ঘটনার বিবরণ চাইলে আমি বলি, সিআরপিএফ জওয়ানদের বিমানে করে নিয়ে যেতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সেই আর্জি খারিজ করে দেয়। ৩০০ কেজি আরডিএক্স ভর্তি গাড়ি ১০‐১২ দিন ধরে কাশ্মীরে ঘুরে বেড়ালেও সেই গাড়িটি ধরা পড়েনি। সেই গাড়িটিই সিআরপিএফ জওয়ানদের বাসে এসে ধাক্কা মারে। কনভয় যাওয়ার সময় হাইওয়েতে ওঠার ছোট রাস্তাগুলিও বন্ধ করা হয়নি। অথচ জইশ হামলার আশঙ্কা ছিল। এই ‘গাফিলতি’‐র কথাই আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানাই, আমার মুখে এই পর্যন্ত শুনে প্রধানমন্ত্রী আমাকে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘তুম অভি চুপ রহো, ইয়ে কুছ অউর চিজ হ্যায়।’ সত্যপাল মালিকের আরও বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর পরে তিনি তার সহপাঠীশ অধুনা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকেও ফোন করে ‘গাফিলতি’র কথা জানান। ডোভাল বলেন, ‘গোটা ঘটনার দায় পাকিস্তানের ঘাড়েই চাপবে, অতএব আপনি মুখটা বন্ধ রাখুন।’

‘দ্য ওয়ার’ সংবাদ পোর্টালে গিয়ে সত্যপাল মালিকের পুরো সাক্ষাৎকারটি শুনলেই বোঝা যায়, পুলওয়ামা কান্ডে তিনি পাকিস্তানের ভুমিকা মোটেই অস্বীকার করেননি। তিনি অনুযোগ করেছেন, ‘সেদিন সিআরপিএফ‐কে পাঁচটি হেলিকপ্টার দেয়নি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।’ আরও বলেছিন, ‘আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রধানমন্ত্রী ঘটনার সময় জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে নিজের শুটিং‐এ ব্যস্ত ছিলেন। সেখানে ফোন না থাকার জন্য ন্যাশনাল পার্ক থেকে বেরিয়ে একটি ধাবায় এসে প্রধানমন্ত্রী আমাকে ফোন করে জানতে চান, সত্যপাল কেয়া হুয়া? আমি বলি, গোটা ঘটনায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তবে আমার মনে হয়, জওয়ানদের এয়ারক্র্যাফ্ট দিয়ে দিলে এমন ঘটনা ঘটানোর সুযোগ পেত না জঙ্গিরা। এ কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপ চুপ রহিয়ে।’ প্রধানমন্ত্রী যে সেদিন উত্তরাখন্ডের করবেট পার্কে ডিসকভারি চ্যানেলের অনুষ্ঠানের জন্য শুটিং করছিলেন সেটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। স্তম্ভিত হওয়ার বিষয় হলো, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পার্শ্বচরদের কারও কাছে তখন ফোন না থাকা। তদুপরি ধাবায় এসে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যপালকে ফোন করা। এটা কী ভাবে সম্ভব? ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী ঠিক কখন জম্মু কাশ্মীরের রাজ্যপালকে ফোন করেছিলেন, তার কল ডিটেইল সামনে আসুক। কারণ, ওই দিনই প্রধানমন্ত্রী ফোন থেকে উত্তরাখন্ডের রুদ্রপ্রয়াগে একটি নির্বাচনে সভায় ভাষণ নিয়েছিলেন। পুলওয়ামার ঘটনা ঘটেছিল দুপুর তিনটে নাগাদ। প্রশ্ন হলো, প্রধানমন্ত্রী সেদিন আগে ফোনে নির্বাচনি সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, নাকি রাজ্যপালকে ফোন করেছিলেন? ফোনের কল‐ডিটেইল থেকে সহজে এই প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে। অতএব, তদন্ত হওয়া দরকার, এক) প্রধানমন্ত্রীর ফোনটি সে সময় কোথায় ছিল? দুই) কার কাছে ছিল? তিন) প্রধানমন্ত্রীকে পুলওয়ামার ঘটনার খবর কে, কী ভবে পৌঁছে দিয়েছিলেন? চার) কোন ফোন থেকে, কার ফোনে প্রধানমন্ত্রীকে সে খবর দেওয়া হয়েছিল? পাঁচ) ন্যাশনাল পার্কে প্রধানমন্ত্রীর শুটিংয়ের সময় ডিসকভারি চ্যানলের অ্যাঙ্কর বেয়ার গ্রিলসের ফোনটি সে সময় কোথায় বা কার কাছে ছিল? এখানেও প্রশ্ন আছে, ঘটনার পর চার বছর তিন মাস সময় অতিক্রান্তের পর এখনও সেদিনের সব ডিজিটল তথ্য অটুট আছে কি না। সত্যপাল মালিকের বক্তব্যের সময় নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলেছেন যে, এতদিন পর ‘সত্যকথনে’র জন্য তাঁর হৃদয় উথলে উঠল – তাঁদের স্মরণে থাকা উচিত, রাজ্যপালের চেয়ারে বসে স্পষ্ট করে না বললেও সত্যপাল মালিক এমন ইঙ্গিত চার বছর আগেই দিয়েছিলেন। গুগুলে, ইউটিউবে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে তাঁর সেই সময়ের বক্তব্য। সত্যপাল মালিকের সেই সময়ের একাধিক সাক্ষাৎকার এবং এখন করণ থাপারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলা নিয়ে সেই রাজ্যের রাজভবনে থাকাকালীন তাঁর যা অবস্থান ছিল, অধুনা দিল্লীর ভাড়া বাড়িতে থেকেও অবস্থান তাই। নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনার ‘গাফিলতি’র কথা রাজ্যপালের চেয়ারে বসেই দাবি করেছিলেন তিনি। এনডিটিভি কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেই সময় তিনি বলেছিলেন, ‘আগেই সতর্কতা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও জম্মু থেকে জাতীয় সড়ক ধরে ২৭০ কিমি পথ পেরিয়ে ৭৮টি কনভয়ে ২৫৪৭ জন সিআরপিএফ জওয়ানকে কাশ্মীর নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া হয়। সেই কনভয়ের মধ্যে ৩০০ কিলোগ্রাম বিস্ফোটক বোঝাই জঙ্গিদের একটি ট্রাক যে ভাবে নিরাপত্তার ফাঁক গলে ঢুকে পড়ল, এটা আমাদের গোয়েন্দা ব্যার্থতারই নামান্তর। সশস্ত্র জওয়ানদের এত বড় কনভয় সড়ক পথ ধরে কোন স্পর্শকাতর অঞ্চলে যাওয়া উচিত নয়।’ সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে এমন কেবল তাঁর পুরোনো বক্তব্যের সঙ্গে নতুন দুটি কথা সত্যপাল মালিক সংযোজন করেছেন। এক) প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন ‘আপ চুপ রহিয়ে,ইয়ে কুছ অউর চিজ হ্যায়।’ দুই) অজিত ডোভাল তাঁকে বলেছিলেন, ‘সব দায় পাকিস্তানের ঘাড়ে যাবে, আপনি মুখ বন্ধ রাখুন।’ কেন মোদী ও ডোভাল তাঁকে চুপ থাকতে বলেছিলেন? কতণ থাপার কে দেওয়া দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে সত্যপাল মালিক বলেছেন, উনিশের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তরুণ ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘প্রথমবারে ভোটারদের বলছি, আপনাদের প্রথম ভোট পুলওয়ামায় যে সব বীর শহীদ হয়েছেন, তাঁদের নামে সমর্পিত হতে পারে কি!’ সেই প্রচারের দৃশ্য তুলে ধরে সত্যপাল মালিক বলেছেন, ‘বোধহয় এই কারণেই আমাকে চুপ থাকতে বলা হয়েছিল!’ সত্যপাল মালিকে এই বক্তব্য এবং এব বেশী কিছু না বলে থেমে যাওয়া – দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও গণতন্ত্রেব স্বার্থে দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সত্যপাল মালিকের বক্তব্য, ‘হাইওয়ে দিয়ে হাইস্পিডে কনভয় গেলে তার উপর ইনপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) কাজ করতে পারে না। কিন্তু গাড়ির গতি শ্লথ হলেই তা কার্যকর হয়ে যায়।’ সত্যপাল মালিক প্রশ্ন তুলেছেন, ‘গোয়েন্দার নজর এড়িয়ে বিস্ফোরকে ভরা জঙ্গিদের একটি ট্রাক কী করে কাশ্মীরের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দশ বারো দিন ধরে ঘুরে বেড়ালো?’ পুলওয়ামা কান্ডের জবাবে ১২ দিনের মাথায়, ২৬ ফেব্রুয়ারী ভোরে ভারতীয় রায়ুসেনা পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বালাকোটে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবেরে হামলা চালায়। সরকার বিজয় ঘোষণা করে। খবরের স্রোত ঘুরে যায় পুলওয়ামা থেকে বালাকোটে। বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইকের কিছুক্ষণের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীকে নিউ দিল্লীর মেট্রো স্টেশনে সাধারণ নাগরিকের মধ্যে ঘুরতে দেখা যায়। সেখান থেকে তিনি দক্ষিণ দিল্লীর ইসকন মন্দিরে যান। তারপর ‘ফেজ টুপি’ পরা দুই মুসলমান ব্যাক্তিকে দুই পাশে নিয়ে সহাস্যে ক্যামেরায় ধরা দেন। টেলিভিশনে সেই সব ছবি বিদ্যুৎগতিতে ঘুরতে থাকে। বীরত্ব সেনার হলেও টেলিভিশনে ছেয়ে ছিলেন শুধুই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ব্রেকিং চলেছিল, ‘এটাই হলো নতুন সুপারপাওয়ার ভারত, পাকিস্তান কে উচিত শিক্ষা দিয়ে এসে সিংহের মতোই ঘুরে বেড়ান পরাক্রমী প্রধানমন্ত্রী।’ নরেন্দ্র মোদী তথা ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) র নেতৃত্ব পুলওয়ামার চল্লিশ শহীদের স্মৃতি এবং বালাকোটের বিজয় নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রাষ্ট্রবাদ, দেশপ্রেমের ঢাক পেটাতে শুরু করেন। পুলওয়ামায় গোয়েন্দা ব্যার্থতা নিয়ে কেই প্রশ্ন তুললেই তাঁদের ‘দেশদ্রোহী’ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। আজও বালাকোটের এয়ারস্ট্রাইক নিয়ে আমারা অনেকেই মথিত হয়ে আছি। উর্দু কবি রাহাত ইন্দৌরি একদা লিখেছিলেন, ‘শহদোঁ পর বহুল তানাও হ্যায় কেয়া? কুছ পাতা তো করো, চুনাও হ্যায় কেয়া!’ (সীমান্তে কি খুব উত্তেজনা রয়েছে? খবর নাও তো, ভোট নিকটে কি!)

কেউ এই প্রশ্ন তোলেনি, গত নয় বছরে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য এক যন্টা সময় বার করতে পারেননি, তিনি পুলওয়ামা হামলার দিন জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে ডিসকভারি চ্যানেলকে চার ঘন্টা সময় কী ভাবে দিয়েছিলেন? পুলওয়ামা হামলার আগে পর্যন্ত দেশের চড়া বেকারত্বের হার নিয়ে মোদী সরকার কে বিব্রত করে রেখেছিল বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রী কাছেও এর জবাব ছিল না, এক জনসভায় উনি বলেই ফেলেন, ‘পকোড়া ভেজে বিক্রি করাটাও কর্মসংস্থান।’ তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে বিরোধীরা নতুন করে সমালোচনা শুরু করে। তার পরই পুলওয়ামা হয়, হয় বালাকোট। শুরু হয় পাকিস্তানের অঘোষিত যুদ্ধ পরিস্থিতি। ইস্লামাবাদ থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদুত কে দিল্লীতে ফিরিয়ে আনা হয়। ‘মোস্ট ফেবারড নেশন’র তকমা পাকিস্তান‐এর থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। মোদী সরকারের হাতে আসে প্রচারের মোক্ষম হাতিয়ার। উত্তরপ্রদেশ, বিহার সমেত গোটা হিন্দি বলয়ের যুব সমাজ বারোমাস্যা ভুলে ‘পাকিস্তান জবাব দো’ স্লোগানের মায়ায় ডুবে যায়। কেউ আর প্রশ্ন তোলে না যে, পুলওয়ামায় যখন হামলা হলো তখন প্রধানমন্ত্রী কী করছিলেন? জওয়ানদের নিরাপত্তায় খামতি হলো কী ভারে? তদন্ত হওয়া দরকার, জম্মু কাশ্মীরের তদানীন্তর রাজ্যপাল বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে নিরাপত্তায় গাফিলতি নিয়ে যে সতর্কবার্তা জানিয়েছিলেন। সেই কথাগুলি কি তিনি কোনও ফাইলে লিখে রেখেছিলেন? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঁচটি কপ্টার চাওয়ার ফাইল অবশ্যই থাকার কথা। তদন্ত দরকার, সেই ফাইলে কাদের স্বাক্ষর ছিল, নোটে কী লেখা ছিল? পুলওয়ামা কান্ডের ঠিক এক বছরের মাথায় ২০২০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) পুলওয়ামায় শহীদদের পরিবারের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। শহীদ অজিত কুমারের ভাইয়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করে রিপোর্টে লেখা হয়, ‘তদন্ত কী হয়েছে আমরা বলতে পারব না। আমরা ক্ষতিপূরণ পেয়েছি বটে কিন্তু সেদিন জঙ্গি হামলা হয়েছিল কী ভাবে, সরকার তা নিয়ে তদন্ত করছে না কেন বুঝতে পারছি না।’

২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী মোদী ‘মন কী বাত’অনুষ্ঠানে বলেন, ‘অনেক মানুষ আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, ‘করবেট পার্কের ওই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বেয়ার গ্রিলস কী ভাবে আমার হিন্দি বক্তব্য তাৎক্ষণাৎ জবাব দিচ্ছিলেন। অনেকে জানতে চেয়েছেন, তবে কি এটা এডিটিং অথবা বারংবার রেকর্ডিংয়ের এফেক্ট? আসলে আমার আর গ্রিলসের মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করছিল ‘টেকনোলজি’। গ্রিলসের কানে তার বিহীন এমন একটি যন্ত্র লাগানো ছিল, আমি হিন্দিতে বললেই যে যন্ত্র তৎক্ষণাৎ ইংরেজিতে তর্জমা করে দিত।’ যে দিন সকালে রেডিয়োতে প্রধানমন্ত্রী করবেট পার্কের শুটিংয়ের বিবরণ দিচ্ছিলেন, সেদিনেই দিল্লীর নিগমবোধ শ্মশানে মন্ত্রীসভায় তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সদস্য অরুণ জেটলির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। জেটলি প্রয়াত হন তার আগের দিন। পরদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেডিয়োতে ভারী সুন্দর করে শুটিংয়ের বর্ণনা দেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো করবেটের জঙ্গলে তারহীন অনুবাদের যন্ত্রের মতো উন্নত প্রযুক্তি মজুত ছিল, শুধু ফোনই ছিল না?

পুলওয়ামার হামলার সময় তো বটেই, জম্মু কাশ্মীরের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ ও রাজ্যের মর্যাদা হারানোর সময়ও সেখানকার রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক এখন পুলওয়ামার স্মৃতি উস্কে দিয়েছেন। সেদিন জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে বেয়ার গ্রিলসের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর দৃশ্যত অ্যাডভেঞ্চারের নেপথ্যে পুলওয়ামায় কোনও অ্যাডভেঞ্চার হয়েছিল কি না, সত্যপাল মালিকের বক্তব্যের সেই প্রশ্ন উস্কে উঠেছে, ২০২১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ‘ফ্রন্টলাইন’‐ পত্রিকায় আনন্দ ভক্ত’র একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে দাবি করা হয়, পুলওয়ামা হামলার আগে ইনপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) হামলার আশঙ্কা আছে বলে ভারতীয় গুপ্তচর বাহিনী ১৯ জানুয়ারী থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট ১১ টি সতর্কবার্তা স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পাঠিয়েছিল, ১৩ তারিখ রাতেও জম্মু কাশ্মীর পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজি) কে গোপন রিপোর্টে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিটি সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে মোদী সরকার। উল্টে ১৩ তারিখ রাতে জম্মু কাশ্মীর পুলিশে বড়োসড়ো বদবদল ঘটে যায়। অবন্তিপুরার (পুলওয়ামা যে জেলার অন্তর্ভুক্ত) পুলিশ সুপার মহম্মদ জাইদকেও সেই রাতে বদলি করে দেওয়া হয়। হয়তো তিনি থাকলে সেই রাতেই ইনটেল ইনপুটের উপর কিছু অ্যাকশন নিতে পারতেন। এক বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে দাবি করে প্রতিবেদনে প্রশ্ন যোলা হয়, পুলওয়ামা কান্ডে তিন সপ্তাহের মধ্যে যখন নাশকতার মূল চক্রী মুদাসির খানকে নেকেশ করে দেওয়া যায় এবং ওই ঘটনার ১০০ ঘন্টার মধ্যে মূদাসিরের ডান হাত আব্দুল রশিদ গাজিকেও খতম করে দেওয়া সম্ভব হয়, তখন আগাম সতর্কতা থাকা সত্ত্বে চল্লিশজন জওয়ানের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হলো না কেন?

তথ্য ঘেঁটে এই নিবন্ধে হয়তো আরও প্রশ্ন তোলা যেত। কিন্তু স্থানাভাবে গুরুতর প্রশ্নটি হলো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক কে চুপ থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন? যা কি শুধু প্রশাসনিক গাফিলতি সামনে আসবে বলে, নাকি অন্য কোন গূঢ় কারণে .....। পাঠক এই ‘গূঢ় কারণ’ এর উত্তর ২০১৯ সালের নির্বাচনী প্রচারে নরেন্দ্র মোদীর বক্তৃতার অংশ থেকেও পেতে পারেন।

সাময়িকী

ক্রেমলিনে ‘ড্রোন হামলার’ পেছনে কে, কেন এটা ঘটালো?

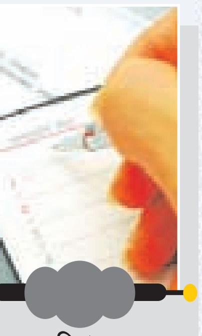

বিভাস
কলামিস্ট

মস্কোয় বুধবার ভোর রাতে দুটি ড্রোন ভূপাতিত করার ঘটনার পর রাশিয়া অভিযোগ করছে যে ইউক্রেন ক্রেমলিনে ড্রোন হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে হত্যার চেষ্টা করেছে।

ক্রেমলিনের আকাশে উড়ে আসা দুটি ড্রোন ভূপাতিত করে রাশিয়ার বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী। রুশ কর্মকর্তারা বলেছেন মি. পুতিন ওই সময় তার ক্রেমলিনের ভেতরে তার বাসভবনে ছিলেন না।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বৃহস্পতিবার বলেন, এ হামলার পরিকল্পনা করেছে ওয়াশিংটন এবং ইউক্রেন তা বাস্তবায়ন করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইউক্রেনও এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, আক্রমণের ঘটনাটি রাশিয়ার সাজানো। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, তার দেশ এরকম কোন হামলা চালায়নি। মি জেলেনস্কির উপদেষ্টা মিখাইলো পডোলিয়াক বলেছেন, রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে যেসব ড্রোন ওড়ানো হচ্ছে তা স্থানীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের গেরিলা কর্মকান্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে, রাশিয়া এ আক্রমণকে ‘প্রেসিডেন্টকে হত্যার জন্য চালানো সন্ত্রাসী হামলা’ বলে যে দাবি করছে ‐ তাকে তারা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে বিবেচনা করছে। রুশ কর্মকর্তারা ইতোমধ্যেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার আহ্বান জানিয়েছেন। গত রাতে কিয়েভ, জাপোরিশা ও ওডেসাসহ বেশ কটি ইউক্রেনীয় শহরের ওপর হামলা ও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।

লন্ডনভিত্তিক রয়াল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মাইকেল ক্লার্ক বলছেন, কিয়েভ যদি এ আক্রমণ চালিয়ে থাকে তাহলে তা হবে চরম বিস্ময়কর এবং মস্তবড় বোকামি ‐ যাতে এ যুদ্ধে তাদের পরাজয়ই ত্বরান্বিত হবে। কারণ রাশিয়ার ভেতরে এধরনের আক্রমণ চালালে ইউক্রেন পশ্চিমা সমর্থন হারাবে এবং পশ্চিমা সমর্থন হারালে এ যুদ্ধেও তারা হারবে ‐ বলেন তিনি। অধ্যাপক ক্লার্ক বলছেন, এটা হয়তো অন্যের ওপর দোষ চাপানোর জন্য ‘ফলস ফ্ল্যাগ’ আক্রমণ হতে পারে ‐ বা কোন ‘ফ্রিল্যান্স’ যোদ্ধাও এটা করে থাকতে পারে। বিবিসির বিশ্লেষক উইল ভারনন মস্কো থেকে জানাচ্ছেন, এ ড্রোন যদি সত্যিই মি. পুতিনকে লক্ষ্য করে চালানো হয়ে থাকে তাহলে এটা ক্রেমলিনের জন্য অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, এবং বলতে হবে যে তাদের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। তবে এ ঘটনার পর মস্কো কী জবাব দেয় এবং কিভাবে দেয় ‐ সেটাই প্রশ্ন, বলছেন উইল ভারনন।

মার্কিন সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সিআইএ কর্মকর্তা মিক মালরয় বলছেন, এটা হত্যাপ্রচেষ্টা হবার সম্ভাবনা কম কারণ ইউক্রেন মি. পুতিনের গতিবিধির ওপর গভীরভাবে নজর রাখে এবং তিনি সেসময় মস্কোয় ছিলেন না।

তিনি আরো বলেন, রাশিয়া হয়তো প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য এটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ‐ যে চেষ্টা তারা আগেও করেছে।

মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট জানাচ্ছে, বুধবার রাতে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে দুটি তেল শোধনাগার লক্ষ্য করেও ড্রোন হামলা হয়, তবে কর্মকর্তারা বলছেন ‐ আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

এছাড়া সম্প্রতি রাশিয়ার ভেতরে এবং ইউক্রেনের রাশিয়াঅধিকৃত এলাকাতেও কিছু সন্দেহজনক ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গত মাসে ইউক্রেন সীমান্ত থেকে ৪০০ কিমি ভেতরে কিরেইয়েভস্ক শহরে একটি ড্রোন গুলি করে নামানোর পর বিস্ফোরণে কমপক্ষে তিন ব্যক্তি আহত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে মস্কোর ১০০ কিমি দূরে গুবাস্তোভো নামে একটি গ্রামে একটি ড্রোন বিধ্বস্ত হয়। স্থানীয় গভর্নর বলেন, এটা ছিল বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালানোর চেষ্টা। ভেঙে পড়া ড্রোনটি দেখে মনে হয় এটি ছিল ইউজে টুয়েন্টিটু জাতীয় একটি ড্রোন যা ইউক্রেনে উৎপাদিত হয় ‐ যা ৮০০ কিমি পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ইউক্রেন সীমান্তের ৬০০ কিমি উত্তরপূর্বে একটি বিমানঘাঁটিতে এক ড্রোন হামলার কথা জানায় রুশ সামরিক বাহিনী ‐ যাতে তিনজন নিহত হয়। এসব আক্রমণের কোনটিরই দায়দায়িত্ব ইউক্রেন সরকারিভাবে দাবি করেনি। তবে কিয়েভের সামরিক বাহিনী বলেছে, তাদের পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতির একটি অংশ হচ্ছে রাশিয়ার সরঞ্জাম আনানেয়ার ক্ষমতা খর্ব করা।

পাঠকের চিঠি

ধর্ম নিয়ে হানাহানি, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ চলছেই

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ধর্ম নিয়ে হানাহানি, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ চলছেই। এই পৃথিবীতে মোট দেশের সংখ্যা ১৯৫ টি। এই ১৯৫ টা দেশে কতগুলো ধর্ম আছে তা সঠিক ভাবে জানা আজও সম্ভব হয়নি, তবে তার সংখ্যা ৪,৩০০ র ও বেশী। শুধু তাই নয় এছাড়াও এই পৃথিবীতে বহু নাস্তিক মানুষও বাস করেন। শুনলে অবাক হতে হবে যে বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ৮০০ কোটি তারমধ্যে ৭৫ কোটিরও বেশী মানুষ নাস্তিক এবং এনাদের সংখ্যা সবথেকে বেশী ভিয়েতনাম (নুন্যতম ৮১ মানুষ নাস্তিক), জাপান (নুন্যতম ৬৫ মানুষ নাস্তিক), সুইডেন (নুন্যতম ৪৫ মানুষ নাস্তিক), ডেনমার্ক (নুন্যতম ৪৩ মানুষ নাস্তিক), নরওয়ে (নুন্যতম ৩৫ মানুষ নাস্তিক), ফিনল্যান্ড (নুন্যতম ২৯ মানুষ নাস্তিক)। এই দেশগুলো প্রত্যেকটাই পৃথিবীর প্রথম সারির দেশের অন্তর্ভুক্ত এবং সারা পৃথিবীর মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ফিনল্যান্ড ১ নং স্থানের অধিকারী, যেটা সারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে আদর্শ শিক্ষানীতি হিসাবে ধরা হয়ে থাকে পাশাপাশি জাপানের মানুষের গড় আয়ু পৃথিবীতে ১ নং, যেখানে ভারতবর্ষের মানুষের গড় আয়ু ৭০ বছর সেখানে জাপানিদের গড় আয়ু ৮৪.৯১ বছর। এছাড়াও উপরিউক্ত দেশগুলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ দেশগুলোর প্রথম সারিতে অবস্থান করছে অর্থাৎ অন্যায় কাজ সবথেকে কম হয়। এই নিরাপদ দেশগুলোর তালিকায় ডেনমার্ক চতুর্থতম এবং জাপান দশমতম স্থানে অবস্থিত। এগুলো থেকে খুব সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব শুধুমাত্র ধর্মের বাঁধনে বেঁধে অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত করা সম্ভব নয়। মানুষকে অপরাধ মূলক কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে এবং নিরাপদ বা অভেদ্য সমাজ গড়তে একমাত্র শিক্ষার আলোয় আলোকিত করাই আমাদের সকলের এক এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য হওয়া হওয়া উচিত। আমরা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি গ্রহন করি ধর্মবোধ, জাতিবোধ, বর্ণবোধ মিলুক আর নাই মিলুক,মনুষ্যবোধের মিলনে আমরা সকলেই আবদ্ধ হই, এই পৃথিবী হোক মানুষের পৃথিবী।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, রবীন্দ্র পল্লী, বীরভূম

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি‐৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

এরদোয়ানের বিরোধী প্রার্থী সাবেক এই সরকারি কর্মকর্তার পরিচয় কী?

তুরস্ক ঃ বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়িপ এরদোয়ান এবারের নির্বাচনে বিরোধীদের দিক থেকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন।

তুরস্কে ১৪ই মের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশটির ছয়টি বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের বিরুদ্ধে তাদের একক প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়েছে বিরোধী নেতা কেমাল কুলুচদারুলুকে। আর এই সাবেক সরকারি কর্মকর্তা মি. এরদোয়ানের জন্য বড় ধরনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছেন। ছয়দলীয় বিরোধী জোটের সমর্থনপুষ্ট মি. কুলুচদারুলু বলছেন, তিনি জিতলে যে কোন মূল্যে তিনি তুরস্কে গণতন্ত্র ও মুক্তি আনবেন।

তরুণ সমাজ গণতন্ত্র চায়, তিনি বলেন বিবিসির সংবাদদাতা অরলা গেরিনকে। তারা চায় না, তারা একটা টুইট বার্তা পোস্ট করেছে, শুধু সেকারণে ভোর সকালে তাদের দরজায় পুলিশ হানা দিক, বলেন মি. কুলুচদারুলু।

মি. কুলুচদারুলু ১৪ই মের নির্বাচনে ইসলামপন্থী নেতা মি. এরদোয়ানের প্রধান প্রতিপক্ষ এবং জনমত জরিপে খুব সামান্য ব্যবধানে হলেও তিনি এগিয়ে রয়েছেন।

ধারণা করা হচ্ছে, হাড্ডাহাড্ডি এই লড়াই দ্বিতীয় দফা ভোটাভুটিতে গড়াবে, যা প্রথম দফা ভোটের দুসপ্তাহ পরে অনুষ্ঠিত হবে।

দেশটির বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্টকে অবমাননা করলে তুর্কিদের জেলে ভরা হতে পারে। তুরস্কের বহু মানুষকে একারণে কারাগারে ঢোকানো হয়েছে।

আমি তুরস্কের তরুণ জনগণের উদ্দেশ্যে বলছি তারা মুক্তভাবে আমার সমালোচনা করতে পারে। মানুষের হাতে সেই অধিকার আমি নিশ্চিতভাবে তুলে দেব, বলেছেন ৭৪ বছর বয়সী প্রধান বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) নেতা মি. কুলুচদারুলু।

বিবিসির অরলা গেরিন বলছেন, মি. কুলুচদারুলুর কিছু সমর্থক তাদের নেতার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত, কিন্তু তিনি নিজে বলছেন তিনি যে লড়াইয়ে নেমেছেন তাতে এটা খুবই স্বাভাবিক।

তুরস্কে রাজনীতি করতে নামা মানেই জীবনের ঝুঁকি মাথায় নেওয়া। এরদোয়ান এবং তার মিত্ররা যাই করুক না কেন, আমি আমার নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হব না। ওরা আমাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। ওরা আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। আমি জাতির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট ৬৯ বছর বয়সী মি. এরদোয়ান অতীতে তার এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, সে তো একটা ভেড়ার পালও ঠিকমত চরাতে জানে না! কিন্তু এখন ঠাট্টামস্করা করে মি. কুলুচদারুলুকে উড়িয়ে দেয়া মি. এরদোয়ানের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের দুই দশকের শাসনামলে তুরস্ক ক্রমেই একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

বিরোধীদের শক্ত ঘাঁটি হল বন্দরশহর ইজমির। সেখান থেকে বিবিসি নিউজের সংবাদদাতা অরলা গেরিন জানাচ্ছেন, এক সমাবেশে বিরোধী প্রার্থী মি. কুলুচদারুলুকে তার সমর্থকরা পতাকা হাতে যেরকম বিপুলভাবে স্বাগত জানিয়েছেন, তাতে সমাবেশস্থলটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল।

তাদের কণ্ঠে ছিল স্লোগানধ্বনি কুলুচদারুলু জনগণের আশা। জনতার বেশিরভাগই ছিল তরুণ। এবারের নির্বাচনে প্রথমবারের মত ভোট দেবেন ৫০ লাখের বেশি তুর্কি।

ওগুযের বয়স মাত্র ১৫। ভোট দেবার বয়স তার এখনও হয়নি। কিন্তু সমাবেশে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। বিরোধী প্রার্থী সম্পর্কে তার মতামতঃ উনি ভাল মানুষ। ভবিষ্যতকে তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন। তিনি প্রেসিডেন্ট হলে আমাদের অর্থনীতির উন্নতি হবে। আমরা উন্নতির পথে হাঁটব।

সমাবেশের আগে মি. কুলুচদারুলু মিজ গেরিনকে বলেন তুরস্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বদল আনবেন, এবং ক্রেমলিনের সাথে নয়, বরং পশ্চিমের সাথে সুসম্পর্ককে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন।

আমরা সভ্য দুনিয়ার অংশ হতে চাই, তিনি বললেন। আমরা চাই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং বিচারব্যবস্থায় পূর্ণ স্বাধীনতা। এরদোয়ান সেভাবে ভাবেন না। তিনি বেশি কর্তৃত্বপরায়ণতায় বিশ্বাসী। এরদোয়ান আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কালো আর সাদার মধ্যে তফাতের মত।

কিন্তু বিশ বছরের ওপর ক্ষমতায় থাকার পর রেচেপ তাইয়িপ এরদোয়ান পরাজিত হলে সেই হার কি তিনি সহজে বা নীরবে মেনে নেবেন? এই বিশ বছর তিনি প্রথমে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং বর্তমানে সর্বময় ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট।

এ প্রশ্নের উত্তরে মি. কুলুচদারুলু বলেন, আমরা তাকে অবসরে পাঠাব, তাকে তার নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দেব। তিনি হৈচৈ না করেই সরে দাঁড়াবেন। এ নিয়ে কারোর উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।

তবে এ বিষয়ে অনেকেরই দ্বিমত রয়েছে। মি. এরদোয়ান হেরে গেলে ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রস্তুতি তিনি নিতে পারেন এমন ইঙ্গিত রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সুলেইমান সইলু হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে এই ভোট পশ্চিমাদের একটা অভ্যুত্থানের প্রয়াস।

মি. কুলুচদারুলু বলছেন বিরোধী দলগুলো সমন্বিতভাবে নির্বাচনের ওপর তীক্ষ্ম নজর রাখবে। তারা প্রেসিডেন্ট, এমনকি তার সুপ্রিম নির্বাচনী কমিশন বা তার বিচারকদের কাউকেই বিশ্বাস করছেন না।

সবগুলো ভোটদান কেন্দ্রে আমরা একাধিক পর্যবেক্ষক রাখব, আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে ভোটদান সঠিকভাবে হচ্ছে, নিরাপদ পরিবেশে হচ্ছে এবং ভোট গণনাও যথাযথভাবে হচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা যথেষ্ট সতর্কতা নিয়েছি আমরা দেড় বছর ধরে এই লক্ষ্যে নিরলস ও কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছি।

মি. কুলুচদারুলু নানাভাবে এরদোয়ানবিরোধী। তার রান্নাঘরের সাদামাটা টেবিলে বসে তিনি প্রচারণা ভিডিও তৈরি করেছেন, যেখানে পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে ঝুলতে দেখা গেছে রান্নাঘরে ব্যবহার করার সাধারণ তোয়ালে। পেঁয়াজের বাজার সম্পর্কে তিনি যে ওয়াকিবহাল তা তুলতে ধরতে এক হাতে পেঁয়াজ নিয়ে এক প্রচারণা ভিডিওতে তিনি বলেছেন, মি. এরদোয়ান ক্ষমতায় বহাল থাকলে জিনিসপত্রের দাম আরও বাড়বে।

এখন এক কিলোগ্রাম পেঁয়াজের দাম ৩০ লিরা, এরদোয়ান আবার ক্ষমতায় এলে তা বেড়ে হবে ১০০ লিরা।

তুরস্কে লাগামহীন মুল্যস্ফীতির জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী করা হয় প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক নীতিমালাকে।

ক্ষমতায় যিনিই আসুন - তাকে একটা ভেঙে পড়া অর্থনীতি এবং বিভক্ত জাতিকে সামাল দেবার দায়িত্ব নিতে হবে। দুজনের কারোর জন্যই এখানে কোন ম্যাজিক সমাধান নেই।

প্রচারণার মঞ্চে জনতার সামনে অন্যান্য বিরোধীদলীয় নেতাদের সাথে নিয়ে মি. কুলুচদারুলু তার ট্রেডমার্ক করে তুলেছেন ভালবাসার প্রতীক 'হৃদয়' বা 'হার্ট ইমোজি'।

তিনি বলছেন, বিশ্বাস করুন সবকিছু সুন্দর হয়ে উঠবে। এবং মানুষ তাকে বিশ্বাস করছে - জানাচ্ছেন বিবিসির সংবাদদাতা।

তবে, ইজমিরের সমুদ্র সৈকতে তার বিশাল সমাবেশের এক দিন আগেই প্রেসিডেন্টের সমাবেশে তার সমর্থকদেরও বিশাল সমাগম দেখা গেছে।

বহু ধর্মীয় রক্ষণশীল মি. এরদোয়ানকেই চান। তিনি তাদের ভাষায় কথা বলেন। এছাড়াও নির্বাচনের ঠিক আগেই বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন খাতে ব্যয়বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে মি. এরদোয়ান তার প্রতি সমর্থন বাড়িয়েছেন।

নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, তলে তলে উত্তেজনা ততই বাড়ছে।

অনেক রক্ষণশীল নেতাকর্মী মানুষের ভেতর পরিবর্তন নিয়ে একটা ভীতি ছড়ানোর কাজ করছেন। তুরস্কের মানুষের সামনে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তাধারার মধ্যে একটিকে বেছে নেয়া।

জনমত জরিপগুলোর ওপর চালানো নতুন এক সমীক্ষা বলছে মি. কুলুচদারুলু প্রেসিডেন্ট পদে জয়লাভ করবেন, কিন্তু প্রেসিডেন্টের জোট সংসদে ক্ষমতার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে।

তুরস্কের এই নির্বাচন এই মুহূর্তে খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে কী হতে পারে তা বলা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেমাল কুলুচদারুলু খুবই অভিজ্ঞ একজন রাজনীতিক। মি. এরদোয়ানের ক্ষমতাসীন একে পার্টি যে বছর ক্ষমতায় আসে সেবছরই অর্থাৎ ২০০২ সালে নির্বাচিত হন মি. কুলুচদারুলু। পরপর বেশ কিছু সহিংস হামলা থেকে তিনি প্রাণে বেঁচে যান এবং তিনি তুরস্কের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক লক্ষ্যবস্তু হিসাবে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। এ কারণে তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্রেও পরিণত হন।

তার ১৩ বছরের নেতৃত্বকালে, তিনি তার পার্টির আবেদন বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছেন। এবং তার নিজের ভাষায় দেশের সব মতামতকে দলে সম্পৃক্ত করেছেন।

তুরস্কের পূর্বাঞ্চলে তুনচেলি নামে এক শহরে তার জন্ম ১৯৪৮এর ডিসেম্বরে। সাত ভাইবোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারি এবং মা গৃহবধূ। তাদের পরিবার আলেভি মতাবলম্বী। সুন্নি অধ্যুষিত তুরস্কে ইসলামের বিশেষ একটি সম্প্রদায় আলেভিরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু।

তার বাবাকে কর্মসূত্রে দেশের বিভিন্ন অংশে থাকতে হয়েছে। মি. কুলুচদারুলু যখন যে স্কুলেই গেছেন, সেখানে তিনি তারকা ছাত্র হয়ে উঠেছেন। পরবর্তীকালে তিনি আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়েন।

তুরস্কের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তিনি সরকারি কর্মী হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং দেশটির সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে কর্মরত অবস্থায় দুর্নীতি দমনে তার ভূমিকার জন্য তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত হয়ে ওঠেন।

সংসদে সাত বছর থাকার পর তিনি তুরস্কের অন্যতম ক্ষমতাশালী ও গৌরবময় একটি পদ - ইস্তানবুলের মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য মনোনীত হন।

যদিও সেই দৌড়ে তিনি হেরে যান, কিন্তু ওই নির্বাচনে ৩৭ শতাংশ ভোট পাওয়ার সুবাদে তার দল সিএইচপি দ্বিতীয় অবস্থান পেতে সক্ষম হয়।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ঢাকা, উৎপত্তিস্থল দোহারে হওয়ায় কতটা আতঙ্কের?

ঢাকা ঃ শুক্রবার সকালে ঢাকা ও আশেপাশের এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস এর হিসেব অনুযায়ী এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। আমেরিকান সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার কাছে বিক্রমপুরের দোহার থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে। এই ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। এই ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উৎপত্তিস্থল ঢাকা শহরের খুব কাছে এবং ভূপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি। ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন, ভূমিকম্পটি ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে হওয়ায় এ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার বলছিলেন, এর আগে যেসব ভূমিকম্প আমরা লক্ষ্য করেছি, সেগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫-৪০ কিলোমিটার গভীরে উৎপত্তি হয়েছে। এই ভূমিকম্পটি সেগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেকটাই অগভীর। এই ভুমিকম্পের তথ্য নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে এটির সম্পর্কে আরো তথ্য জানানো যাবে বলে জানান তিনি। ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার খবর জানিয়ে শুক্রবার ভোরেই ঢাকার অনেক বাসিন্দা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়েছেন। ভোর পাঁচটা সাতান্ন মিনিটে ভূমিকম্প হয়। কম্পনের তীব্রতায় অনেকের ঘুম ভেঙেছে। ভূমিকম্পের পরপরই নাদিয়া ইসলাম তার ফেসবুকে লেখেন, ভূমিকম্প হয়েছে। সময় ভোর ৫৫৭। মোটামুটি ১০-১৫ সেকেন্ড ধরে ছিল। আস্তে শুরু হয়ে একটা জোরে ঝাঁকুনি দিলো। আল্লাহ রক্ষা কর আমাদের। সকাল সোয়া ছয়টার দিকে রুশা চৌধুরী স্ট্যাটাস দেন, হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। চমকে উঠতেই দেখি সবকিছু নড়ছে। মা মেয়ে দৌড়ে নিচে নামলাম কাল থেকে কী কী সতর্কতা মেনে চলবো সেটাও আলোচনা করছি দু'জনে।

তবে এখন পর্যন্ত ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ঢাকা শহর ও এর আশেপাশের এলাকা বড় ধরণের ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে বলে ভূতত্ত্ববিদরা আগেই সতর্কবার্তা দিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞদের হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে আট মাত্রা বা তার চেয়ে বড় ধরণের ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেরকম ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের অন্তত ছয় হাজার ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রাণহানি হবে অন্তত তিন লাখ মানুষের - এমন আশংকা বিশেষজ্ঞদের।

ভূতত্ত্ববিদদরা বলছেন বাংলাদেশের সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কয়েকটি প্লেট থাকার কারণে এসব এলাকা ভূমিকম্পের বড় ধরণের ঝুঁকিতে রয়েছে। ঢাকায় গত কয়েক বছরের মধ্যে যেসব ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশের উৎপত্তিস্থলই ছিল বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে সিলেট বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে। অনেকগুলো ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল ভারতের মিজোরাম বা ত্রিপুরা রাজ্যে। তবে শুক্রবারের ভূমিকম্পের মত ঢাকার আশেপাশে উৎপত্তিস্থল রয়েছে, এমন ভূমিকম্পও মাঝেমধ্যেই হতে দেখা গেছে। ভূতত্ত্ববিদ হুমায়ুন আখতারও বলেন, ২০০৮ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত ঢাকার কাছাকাছি নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় অনেকগুলো ছোট ছোট ভূমিকম্প হতে দেখেছি আমরা। ভূমিকম্প শনাক্তকারী সংস্থা আর্থকোয়েকট্র্যাকের তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালের ১৮ই মার্চ এই অবস্থানেই - দোহার থেকে ১৪.২ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে - ৪.৫ মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছিল। ঢাকার কাছে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলেও গত বিশ বছরের মধ্যে একাধিক ছোট ছোট ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছে। তিন বছর আগে, ২০২০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের ১২ কিলোমিটার পূর্বে ৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এছাড়া ২০০৮ এ টাঙ্গাইলের কাছে নাগরপুরে এবং ২০১৯ সালে মির্জাপুরে চার মাত্রার নিচে ভূমিকম্প হয়েছে বলে বলছে আর্থকোয়েকট্র্যাক। পাশাপাশি গত ১৫ বছরে নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে অন্তত চারবার ভূমিকম্প হয়েছে বলে জানাচ্ছে সংস্থাটি। আর ঢাকার কাছে ফরিদপুরেও গত ১৫ বছরের মধ্যে দুইবার চার মাত্রার বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছে বলে নথিবদ্ধ করেছে সংস্থাটি। তবে গত ১৫-২০ বছরের মধ্যে ঢাকার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প হিসেবে নথিবদ্ধ করা হচ্ছে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে নারায়ণগঞ্জে ৫.১ মাত্রার একটি ভূমিকম্পকে। বাংলাদেশে সর্বশেষ ১৮২২ এবং ১৯১৮ সালে মধুপুর ফল্টে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জে ৭.৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের ইতিহাস রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে স্টেশনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি

বীরভূমঃ মালদা জেলা সফর শেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ফেরেন ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে । সাইথিয়া স্টেশনে সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের তৃনমূল বিধায়ক নীলাবতী সাহা,পৌরপ্রধান বিপ্লব দত্ত সহ তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন । মুখ্যমন্ত্রী তাদের দেখে ট্রেনের ভেতর থেকে হাত নাড়েন । বিধায়ক নীলাবতী সাহা বলেন, দিদির সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছিলাম দেখা হলো । দিদিকে দেখে উজ্জীবিত হয় ।

কবরের উপর নৃত্য ঃ ৩২ বছর আগে যে হত্যাকাণ্ড ভারতকে নাড়া দিয়েছিল

নয়াদিল্লি ঃ ৩২ বছর আগের শাকেরেহ খালিলির হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ভারতীয় গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছিল। শাকেরেহ খালিলি ছিলেন ধনী এবং সুন্দরী। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের অন্যতম অভিজাত পরিবারের সদস্য ছিলেন এই নারী। কিন্তু ১৯৯১ সালে এই ধনাঢ্য উত্তরাধিকারী হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। যেন তিনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। তিন বছর ধরে, তার দ্বিতীয় স্বামী - মুরলী মনোহর মিশ্র, যিনি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নামে বেশি পরিচিত - তিনি শাকেরেহ'র হদিস সম্পর্কে চমৎকার সব গল্প বানিয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে, শাকেরেহ'র দেহাবশেষ ব্যাঙ্গালুরু (তৎকালীন ব্যাঙ্গালোর) শহরে তাদের বিলাসবহুল বাড়ির আঙিনা খুড়ে বের করে আনা হয়। শাকেরেহকে নেশাগ্রস্ত করে একটি কাঠের বাক্সে ভরা হয় - পরে জানা যায় - তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল। ২০০৩ সালে, বিচারিক আদালত শ্রদ্ধানন্দকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, এই রায় পরে উচ্চ আদালতেও বহাল থাকে। আদালত জানায় যে শ্রদ্ধানন্দ শাকেরেহ'র কোটি কোটি রুপির সম্পত্তির জন্য তার পিছু নিয়েছিলেন এবং বিয়ে করেছিলেন। তিনি আপিল আবেদন করলে সুপ্রিম কোর্ট একে একজন মানুষের ঘৃণ্য লোভের সাথে শয়তানের ধূর্ততার ঘটনা হিসেবে অভিহিত করে। তবে তার শাস্তি কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। গত সপ্তাহে সর্বোচ্চ আদালত তার প্যারোলে মুক্তির আবেদনও খারিজ করে দেয়। পুরো ভারতকে নাড়া দেয়া প্রায় ৩০ বছর আগের এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে নতুন ওয়েব শো স্ট্রিম করছে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও। যার শিরোনাম করা হয়েছে 'ড্যান্সিং অন দ্য গ্রেভ'- অর্থাৎ কবরের ওপর নৃত্য। এই নামকরণের কারণ হল শ্রদ্ধানন্দ যেখানে বিভিন্ন নাচের পার্টির আয়োজন করতেন সেই আঙিনার নীচেই তার স্ত্রীকে কবর দেয়া হয়েছিল। ইন্ডিয়া টুডে অরিজিনাল প্রোডাকশনের প্রযোজক চাঁদনি আহলাওয়াত দাবাস বলেছেন যে, এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে কী, কেন, কীভাবে এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল যা এখনও অবিশ্বাস্য মনে হয়। ৩০ বছর আগের ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের মনে হয়েছে যে এটি এমন এক অপরাধ যা সবার সামনে আসা দরকার কারণ এটি আজও রহস্য হয়ে আছে, তিনি যোগ করেন। খুন এবং খুনিকে নিয়ে এই সিরিজটি হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, কিন্তু এটি টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এবং ভারতে অনেকের মনোযোগ কেড়েছে।

চার পর্বের সিরিজের প্রথম দুই পর্বে শাকেরেহ'র জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি ছিলেন স্যার মির্জা ইসমাইলের নাতনি। মির্জা ইসমাইল মহীশুর, ব্যাঙ্গালুরু, জয়পুর এবং হায়দ্রাবাদের রাজকীয় রাজ্যগুলোর দেওয়ান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বেশ কয়েকটি ল্যান্ডমার্ক ভবন এবং স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য তাকে কৃতিত্ব দেয়া হয় - শাকেরেহ তেজী কূটনীতিক আকবর খালিলিকে বিয়ে করেন এবং চার মেয়ের মা হন।

পরিবারের সদস্যরা শাকেরেহকে মুগ্ধতা ছড়ানো, জীবনের চেয়ে বড় চরিত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন যার ছিল পুরনো গাড়ি রাখার সখ, তিনি ছিলেন খুব সামাজিক, খুবই ভালোবাসা দেয়া নেয়ার মতো মানুষ। কিন্তু ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি, তিনি শ্রদ্ধানন্দের সাথে দেখা করেন এবং তার জীবনে বড় ধরণের মোড় ঘুরে যায়। বিবিসি হিন্দির ইমরান কুরেশি সেই সময়ে ব্যাঙ্গালুরুতে টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় কাজ করতেন। তিনি ডকুসিরিজটির কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি মানুষকে হতবাক করেছিল বিশেষ করে তাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল - সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল তাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার বিষয়টি। ঘটনাটি টক অফ দ্য টাউন বা মুখ্য আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় কারণ শাকেরেহ তার প্রথম স্বামীকে তালাক দেওয়ার পরে শ্রদ্ধানন্দের মতো একজনকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি যোগ করেছেন। সেই সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন খবর থেকে জানা যায়, শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা যিনি স্কুলের গণ্ডিও পেরোতে পারেননি, ছিলেন একজন ভণ্ড সাধু এবং আপাতদৃষ্টিতে একজন কাজের লোক। যিনি শাকেরেহ'র কিছু সম্পত্তির সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে এবং ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার মাধ্যমে শাকেরেহর ছেলে সন্তান লাভের ইচ্ছা পূরণের কথা বলে তার প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ১৯৮৬ সালে তাদের বিয়ের পরপরই তাদের সম্পর্ক ঘোলাটে হতে শুরু করে এবং দুজনের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া বেধে যেতো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক বিষয় নিয়ে। তারই ধারাবাহিকতায় শ্রদ্ধানন্দ তার স্ত্রীকে এতোটা জঘন্যভাবে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভারতের বিচারিক আদালত, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের মোট আটজন বিচারক তাকে দোষী সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও, শ্রদ্ধানন্দের আইনজীবী জোর দিয়ে বলেছেন যে তার মক্কেলের বিরুদ্ধে আসা প্রমাণগুলো সবাই পরোক্ষ বা পরিস্থিতিগত -(অর্থাৎ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত প্রমাণ নয়) এবং ওয়েব সিরিজে, আমরা শুনেছি শ্রদ্ধানন্দ নিজেকে এখনও নিরপরাধ দাবি করেন।

শ্রদ্ধানন্দের সাথে সাক্ষাতের পর শাকেরেহ খালিলির জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

কেউ কেউ দোষী সাব্যস্ত হওয়া খুনিকে কথা বলার এমন সুযোগ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু মুম্বাই ভিত্তিক ব্রিটিশ চলচ্চিত্র নির্মাতা প্যাট্রিক গ্রাহাম, যিনি ড্যান্সিং অন দ্য গ্রেভের পরিচালক এবং সহরচয়িতা তিনি এর জবাবে বলেন,তার গল্পে শ্রদ্ধানন্দের অনেক কথা উঠে আসায় তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি বিবিসিকে বলেন, আমি মনে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা তার দিকের গল্পটাও যেন শুনি, কারণ আমরা গত ৩০ বছরে তার কোন বক্তব্য শুনিনি। তাছাড়া, তিনি আমাদের শাকেরেহর চরিত্র নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়েছেন, তিনি বিবিসিকে বলেছেন। গ্রাহাম বলেছেন যে, তাদের দলটি কারাগারে গিয়েছিল কারণ তারা জানতে চেয়েছিল যে কীভাবে শ্রদ্ধানন্দের মতো একজন ব্যক্তি শকেরেহের মতো কাউকে প্রভাবিত করতে পারে। শুরুতে আমরাও তার কথায় প্রভাবিত হয়ে যাই। মনে হয়েছিল যে, এই গল্পের আরও অনেক স্তর রয়েছে, যদিও তার সাথে কথা শেষ করার পর আমাদের কারোই তার অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি বলেন, তারা ভেতরে খুব সতর্কতার সাথে যান। মানুষটি ছিলেন ছোটখাটো, ক্ষীণকায় ও বয়স্ক। কিন্তু আমরা গল্পটি সম্পর্কে যখন আরও বেশি জানতে পারি এবং তার সাথে আরও বেশি যোগাযোগ করতে থাকি আমাদের ততোই মনে হতে থাকে যে তার একটি এজেন্ডা আছে, তিনি আমাদের নিয়ে খেলছিলেন, আমাদের দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিলেন। আমরা তার সাথে যত বেশি সময় কাটিয়েছি, ততই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তার অনুভূতি খাঁটি না, এবং শেষের দিকে আমরা তার সাথে আরও কঠিন কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেছি, গ্রাহাম বলেন। এবং এ কারণে শ্রদ্ধানন্দের কাছ থেকে তাদের কটূক্তি শুনতে হয়। শ্রদ্ধানন্দ তাদেরকে জোর দিয়ে বলছিলেন যে তিনি নির্দোষ, তার সাথে খারাপ আচরণ করা হচ্ছে। বলেন গ্রাহাম। বেশিরভাগ সত্যিকারের অপরাধভিত্তিক সিরিজে, একজন অপরাধীকে প্রতিভাবান হিসাবে সামনে আনা হয়। গ্রাহাম বলেন। কিন্তু আমি যে এমনটা চাইনি সে ব্যাপারে খুব পরিষ্কার ছিলাম। অবশ্যই শ্রদ্ধানন্দের কিছু গুন ছিল, তার মধ্যে একটি হল মানুষকে তার কথা বিশ্বাস করানোর ক্ষমতা, তিনি বলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় আদালতে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে বিশ্বাস করাতে পারেননি।

হাশিম আমলার রেকর্ড এখন বাবরের

নিউজিল্যান্ড (ওয়েবডেস্ক) ঃ সময়টা এখন বাবর আজমের। পাকিস্তান অধিনায়ক যেন মাঠে নামেনই রেকর্ড ভাঙতে! আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ ওয়ানডেতে ফিফটি পেয়েছেন বাবর। এই ইনিংস খেলার পথে ইনিংসের হিসেবে ওয়ানডেতে ৫০০০ রান করা দ্রুততম ব্যাটসম্যান হয়ে গেছেন বাবর। বাবরই প্রথম ব্যাটসম্যান, যিনি ১০০ ইনিংস খেলার আগেই স্পর্শ করলেন ৫০০০ রান। আজ নিজের ইনিংসে ১৯তম রানটি নিয়েই ৫০০০ রানের মাইলফলকে পৌঁছান তিনি। এটি ছিল তাঁর ওয়ানডেতে ৯৭তম ইনিংস।

বাবর ভেঙেছেন প্রোটিয়া কিংবদন্তি হাশিম আমলার রেকর্ড। ৫০০০ রান করতে আমলার লেগেছিল ১০১ ইনিংস। এরপর এই তালিকায় আছেন বিরাট কোহলি ও ভিভ রিচার্ডস। ৫০০০ রানের মাইলফলক ছুঁতে ভিভ রিচার্ডস ও বিরাট কোহলির দুজনেরই লেগেছে ১১৪ ইনিংস। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের প্রয়োজন হয়েছে আরও এক ইনিংস বেশি। ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম দুই হাজার, তিন হাজার ও চার হাজার রানের রেকর্ডও ছিল আমলার। সেটা বাবর ভাঙতে না পারলেও দ্রুততম ৫ হাজার রানের রেকর্ড যে ভাঙবেন, সেই সম্ভাবনা আগে থেকেই ছিল।

কারণ ওয়ানডে ক্রিকেটে দুর্দান্ত ছন্দে আছেন সময়ের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আজকের ম্যাচের আগে খেলা সর্বশেষ ১৬ ওয়ানডেতে ১৩ বারই ফিফটি বা এর চেয়ে বেশি রান করেছেন বাবর। দ্রুততম ৬০০০ ও ৭০০০ রানের কীর্তিও আমলার। ৬০০০ রান করতে আমলা খেলেছেন ১২৩ ইনিংস। আর ৭০০০ রান করতে লেগেছে ১৫০ ইনিংস। ৫০০০ রানের রেকর্ড ভাঙার পর বাবর এই দুটি রেকর্ডে চোখ রাখতেই পারেন।

ফুটবল হওয়ার পথে ক্রিকেট

কলকাতা ঃ বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বিস্তার ঘটছে দ্রুত। বেশ কয়েক বছর ধরেই নিয়মিত টি-টোয়েন্টি লিগ আয়োজন করে আসছে ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাংলাদেশ। এ বছর যুক্ত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা আর সংযুক্ত আরব আমিরাত। সামনে চালু হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে, পরিকল্পনা আছে সৌদি আরবেরও।

ক্রিকেটের জগৎটা এভাবে টি-টোয়েন্টি লিগময় হয়ে ওঠার ফলে খেলাটা ধীরে ধীরে ফুটবলের পথে হাঁটছে বলে মনে করছেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দুই সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ রবি শাস্ত্রী ও টম মুডি। ফুটবলাররা যেভাবে সারা বছর ক্লাবের সঙ্গে থাকেন, আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলার জন্য ছুটি নেন ক্রিকেটেও এমনটি ঘটা 'অনিবার্য' বলে মনে করছেন তাঁরা।

ক্রিকেটারদের বৈশ্বিক সংগঠন ফিকা গত সপ্তাহে জানায়, আইপিএলের কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি কিছু ক্রিকেটারের সঙ্গে বার্ষিক চুক্তির বিষয়ে প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, খেলোয়াড়েরা ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকবেন। এটি কার্যকর হলে ক্রিকেটাররা জাতীয় দল বাদ দিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন ছুটি নিয়ে।

বিষয়টি ক্রিকেটের বদলে যাওয়ার পথে বড় ধাপ বলে মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ও শ্রীলঙ্কার টিম ডিরেক্টর মুডি, 'কয়েক বছর ধরে দৃশ্যপট ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। আইপিএলের দলগুলো ক্রিকেটের উল্লেখযোগ্য কিছু হয়ে উঠতে চায়। এখন হয়তো আর্থিকভাবে সুবিধা পাচ্ছে না, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে লাভবান হওয়ার দিকে চোখ তাদের।'

রবি শাস্ত্রীর মতে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বিশ্বকেন্দ্রিক টুর্নামেন্ট হয়ে উঠতে যাচ্ছে, 'আমি সব সময়ই বলে এসেছি, (টি-টোয়েন্টি লিগের কারণে) দ্বিপক্ষীয় সিরিজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। টি-টোয়েন্টি লিগ যেভাবে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এটা ফুটবল হওয়ার পথে। দলগুলো শুধু বিশ্বকাপের আগে একত্র হবে, অল্প কিছু দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে। বিশ্বকাপের জন্য খেলোয়াড় ছাড়বে ক্লাবগুলো। আপনি পছন্দ করেন বা না করেন, ক্রিকেট এখন সেদিকেই যাচ্ছে।'

শাস্ত্রী, মুডি দুজনই মনে করেন, ক্রিকেটে চালু তিন সংস্করণের মধ্যে ওয়ানডে ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশি। মুডির মতে, ৫০ ওভারের ক্রিকেটকে প্রতিস্থাপন করতে পারে টি-টেন ক্রিকেট, 'বাস্তবতা বলছে, সামনে টেস্ট খেলবে অল্প কিছু দেশ। অন্যরা সাদা বলের ক্রিকেটে মনোযোগী হবে। আরেকটি সংস্করণের কথা বলব, যেটা ৫০ ওভার ক্রিকেটকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। এটা হতে পারে টি-টেন ক্রিকেট। আমি এর সম্ভাবনা দেখছি।'

আইসিসির অনুমোদন পায়নি মেয়েদের ম্যাচ

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা নারী দলের তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় দুই দলের সম্মতিতে বাড়তি আরেকটি ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। আগামী রোববার সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে ম্যাচটি হওয়ার কথা। কিন্তু আইসিসি ম্যাচটি অনুমোদন দেয়নি। ফলে পুরোনো সূচিতেই শেষ হলো শ্রীলঙ্কা সফরে বাংলাদেশ নারী দলের ওয়ানডে সিরিজ। সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ফল না এলেও সিরিজের শেষ ম্যাচে নিগারদের ৫৮ রানে হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। সেই জয়ের সৌজন্যে ১-০ ব্যবধানে তিন ম্যাচের সিরিজ জিতেছে শ্রীলঙ্কার মেয়েরা। আর ওয়ানডে সিরিজের ম্যাচগুলো ছিল আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। যে কারণে চাইলেও সিরিজের সূচিতে পরিবর্তন আনতে পারেনি লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড। শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার এস এম গোলাম ফাইয়াজ বিষয়টি নিয়ে বলেছেন, 'আমরা এখন পর্যন্ত যা জানি, নতুন সূচিতে ৭ তারিখে যে ম্যাচ নেওয়া হয়েছিল, সেটি আর হচ্ছে না। অর্থাৎ ওয়ানডে সিরিজ শেষ।' শুধু তাই নয়, বৃষ্টির শঙ্কা আছে ৯ মে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজেও। আগের সূচি অনুযায়ী ৭ মে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড একাদশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা বাংলাদেশ দলের। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি হবে কি না, এ নিয়েও দলের মধ্যে আছে শঙ্কা, 'আগের সূচিতে সেদিন যে টি-টোয়েন্টি প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল, বৃষ্টির কারণে সেটিও খেলা যাবে কি না, সেটাও নিশ্চিত নয়।' এদিকে চোটের কারণে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে খেলা হয়নি স্বর্ণা আক্তারের। টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগেই তাঁকে দেশে পাঠানো হয়েছে। স্বর্ণার পরিবর্তে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ব্যাটার রুবিয়া হায়দার।

মেসির সঙ্গে নেইমারও কি পিএসজি ছাড়বেন

প্যারিস ঃ এখনো কিছুই আনুষ্ঠানিক নয়। কোনো পক্ষই মুখ ফুটে কিছু বলেনি। কিন্তু পরিবেশ যে গুমোট, প্যারিসে তাকালেই বোঝা যায়। নেইমারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করেছে পিএসজির উগ্র সমর্থকেরা। তাঁরা নেইমারকে আর পিএসজিতে দেখতে চান না। পিএসজি কর্তৃপক্ষ নেইমার-লিওনেল মেসিসহ আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের বাড়িতে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছে। কিন্তু নেইমারকে কি ধরে রাখতে পারবে পিএসজি কিংবা সেই ইচ্ছেটা তাদের আছে কি না, সেটাও বড় প্রশ্ন। ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম লেকিপ বলছে, পিএসজি ছাড়ার কথা ভাবছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। পিএসজির সঙ্গে নেইমারের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭ সালে। লেকিপের দাবি, এত দিন পর্যন্ত নেইমার পিএসজিতে থাকতে চান কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত নন।

কারণ, সম্ভবত পিএসজির বর্তমান পরিস্থিতি। ক্লাবের অনুমতি না নিয়ে সৌদি আরবে যাওয়ায় তাঁর কাছের বন্ধু ও সতীর্থ মেসিকে দুই সপ্তাহের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ফরাসি ক্লাবটি। মেসির সঙ্গে চুক্তিও আর নবায়ন করতে চায় না পিএসজি। অর্থাৎ মৌসুম শেষেই নতুন ঠিকানায় যেতে হবে আর্জেঃটাইন তারকাকে। আর পিএসজিও নাকি মেসি-নেইমারের ওপর থেকে নজর সরিয়ে ফ্রান্সের তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে নতুন যাত্রা শুরুর কথা ভাবছে। এ পরিকল্পনায় ৩৫ বছর বয়সী মেসির মতো ৩১ বছর বয়সী নেইমারেরও জায়গা নেই।

তবে কিছুই এখনো আনুষ্ঠানিক নয়। ফরাসি সংবাদমাধ্যমে ওঠা গুঞ্জনটা সত্যি হবে কি না, তা ভবিষ্যতে জানা যাবে। তবে ফরাসি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নেইমার ক্লাব ছাড়তে চাইলে পিএসজির ক্রীড়া পরিচালক লুইস কাম্পোস সম্ভবত অসন্তুষ্ট হবেন না। লেকিপ ও স্পেনের সংবাদমাধ্যম কারুসেল দেপোর্তিভো জানিয়েছে, পিএসজি তাঁকে ধারে ছাড়তে রাজি আছে। তবে একটি শর্তও আছে। যে ক্লাব নেইমারকে ধারে নিতে চাইবে, পরে তাঁকে কিনেও নিতে হবে। পিএসজিতে নেইমারের যে বেতন আর চুক্তির মেয়াদ, তাতে শুধু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বড় কিছু ক্লাবই তাঁকে কেনার সামর্থ্য রাখে বলে মনে করছে সংবাদমাধ্যম।

ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ল্যান্স জানিয়েছে, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের কিছু ক্লাব নাকি নেইমারকে কিনতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের নাম উঠে এসেছে সবার আগে। ২০২১ সালের শেষ দিকে সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের মালিকানায় চলে আসে নিউক্যাসল। যেহেতু পিএসজিতে নেইমারের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত, তাই সুযোগটা নিউক্যাসল নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সৌদি আরব সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অধীন আসায় নিউক্যাসলের সেই আর্থিক সক্ষমতা আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পাকিস্তানকে বিভক্ত করছে মেরুকরণের রাজনীতি, অচলাবস্থার কেন্দ্রে ইমরান খান

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তানের এতোটা খারাপ পরিস্থিতি এর আগে হয়নি কখনোই। অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে, পুরো সমাজ রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত, লাখো মানুষ গত বছরের ভয়াবহ বন্যার ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি, সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা বাড়ছে, মূল্যস্ফীতি চূড়ায় ঠেকেছে, নিজের ও সন্তানের খাওয়াপরা যোগাতেই হিমশিম খাচ্ছে অনেকে।

দেশের যখন এই অবস্থা তখন পাকিস্তানকে কে চালাবে এমন লড়াইয়ে মত্ত দেশটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিবিদরা।

কিন্তু নানা আলোচনা, এক পক্ষ আরেক পক্ষকে হুঁশিয়ারি, এমনকি রাস্তায় মুখোমুখি হবার পরও পাকিস্তান যেন এর কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না, বরং এক বছর আগে যেখানে ছিল, আজও যেন সেখানে।

এই পরিস্থিতিকে অভূতপূর্ব বলা হচ্ছে, কারণ আড়ালে থাকা আরো মারাত্মক সব সংকট, বলছিলেন উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান।

পাকিস্তানের এটা বলার সুযোগ নেই যে এই রাজনৈতিক সংকট অন্য বিষয় থেকে নজর ঘুরিয়ে দিয়েছে, বরং শেষ পর্যন্ত আমাদের অন্য সব বিষয়ের দিকেই নজর দিতে হবে।

পাকিস্তানের অর্থনীতি ধুঁকছে। দেশটির বিদেশি রিজার্ভ, যার উপর জ্বালানিসহ বিভিন্ন আমদানি নির্ভরশীল, সেটি কয়েক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সঙ্গে বছরের শুরুতে যে বৈঠক হয়েছে, যা থেকে ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা পাবার আশা পাকিস্তানের, সেটির কোন ফল এখনো আসেনি।

এদিকে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো একের পর এক হামলা চালিয়েই যাচ্ছে, বেশিরভাগ সময় যে হামলার লক্ষ্যবস্তু দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। পাকিস্তান আর্মড ফোর্স সম্প্রতি জানিয়েছে ২০২৩ সালেই ৪৩৬টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে।

অন্যদিকে বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠী নিয়মতিই নানা তথ্যচিত্র প্রকাশ করে জানাচ্ছে যে তারা কতজনকে হত্যা করলো বা আহত করলো অথবা কী পরিমাণ অস্ত্রের দখল নিয়েছে।

এর সাথে খাদ্যে অসহনীয় মূল্যস্ফীতি এবং একইসাথে দেশটি যখন গতবছরের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠছে ঠিক সেইসময় আবারো বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়া, দেশটির রাজনীতিবিদদের নানা প্রশ্নের মধ্যে এনে ফেলছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে যখন গত বছরের এপ্রিলে ইমরান খানকে তার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে সরিয়ে দেয়া হয়। খান এটি মেনে নেননি এবং এটা পরিষ্কার ছিল যে সরকার ইমরান খানের আন্দোলন ও কর্মসূচী এড়াতে পারবে না। বলছিলেন মি. কুগেলম্যান।

মি. খান এরপর দেশজুড়ে নানা র‍্যালি করেন এবং রাজধানী ইসলামাবাদ অভিমুখে লংমার্চ শুরু করেন।

তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলার সংখ্যা বাড়তে থাকে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ (পিটিআই)বলছে এই মূহুর্তে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও আদালত অবমাননাসহ একশোর উপর মামলা আছে তার উপর। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী এটিকে তার প্রচারণার হাতিয়ার বানিয়েছেন, 'জংলি আইনে' এই সরকার চলছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

অন্যদিকে সরকারের মন্ত্রীরা ইমরান খানের বিরুদ্ধে দম্ভ ও নার্সিসিজমের অভিযোগ আনছেন।

তিনি কয়েকবার আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হলে ইসলামাবাদ থেকে পুলিশ দু'দফায় তাকে গ্রেপ্তার করতে লাহোরে তার বাড়িতে যায়।

মি. খানও বর্তমান সরকারকে আদালতে এনেছেন। তার দল জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে দেশটির দুটি প্রাদেশিক সভা ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু সেটা ব্যর্থ হওয়ার পর তারা আদালতে আবেদন করেন, সেই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে চলমান। এমন আইনি জটিলতায় বিচার বিভাগও যেন দু'ভাগে বিভক্ত। সরকারের অভিযোগ হচ্ছে, কিছু বিচারক ইমরান খানকে সুবিধা দিতে কাজ করছে। আর এমন বিভক্তি এবং তীব্র মতবিরোধে অনেকের শঙ্কা দেশটির সংবিধান না হুমকিতে পড়ে যায়।

দেশটির রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অফ লেজিসলেটিভ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আহমেদ বিলাল বলছিলেন, ইমরান খান সরকারকে স্থির হয়ে বসে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দেবে না। ফলে তাদের সব মনোযোগ এখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দিকে।

মি. বিলাল মনে করেন, এমন অচলাবস্থার সাথে ইমরান খানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও যোগ আছে।

তিনি কোন আপস করতে রাজি নন। মি বিলাল যুক্তি দেন ইমরান খানের এমন একরোখা মনোভাব কোন ফল আনার পথে বাঁধা এবং দিনশেষে হয়তো তাকেই এটার জন্য ভুগতে হতে পারে।

কারো কারো মতে এই অচলাবস্থা এটাই প্রমাণ করে যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থ হচ্ছে। আর কোন গ্রুপ নেই যারা মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে পারে। এস্টাবলিশমেন্ট তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। বলেন মিজ সরফরাজ।

'এস্টাবলিশমেন্ট' শব্দটা দিয়ে পাকিস্তানের সেনা ও গোয়েন্দা বিভাগকে বোঝানো হয়ে থাকে। দেশটির সেনাবাহিনী সবসময়ই রাজনীতিতে গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে, কখনো অভূত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে, আবার কখনো পেছন থেকে চাবিকাঠি নেড়েছে। অনেক বিশ্লেষকের মতে ইমরান খান ২০১৮ সালে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়েই নির্বাচনে জয়লাভ করেন। কিন্তু এখন বিরোধী দলে গিয়ে ইমরান খানই এর বড় সমালোচক। আর বিশ্লেষকরাও বলছেন সেনাবাহিনীর জনপ্রিয়তা কমেছে।

এটা পরিষ্কার যে সেনাবাহিনীর সাথে বোঝাপড়ায় একটা ঘাটতি তৈরী হয়েছে। আমার অনুমান বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ইমরান খানকে আর রাজনীতিতে দেখতে চান না। কিন্তু যারা নিচের দিকে ও মাঝারি পদে আছেন তারা খানের বড় সমর্থক, বলেন মি. কুগেলম্যান বলেন।

খান রাজনীতিতে বিভক্তি এনেছেন, জনগণকে দুভাগ করেছেন এবং এখন তিনি আর্মিতেও মেরুকরণ তৈরী করেছেন, যা থেকে বের হয়ে আসা খুবই কঠিন।

এ বছর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে। কিন্তু শঙ্কা হচ্ছে - যে কারণে প্রাদেশিক সভার নির্বাচন বিলম্বিত হচ্ছে অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং তহবিল সংকট - সেই একই কারণে জাতীয় নির্বাচনও পিছিয়ে যেতে পারে। আর মি. বিলাল বলেন, সেটা হবে সবচেয়ে ক্ষতিকর।

আমি মনে করি সেটা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং সম্ভবত পাকিস্তানের গণতন্ত্রের জন্যও এমন ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে যা আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমরা কখনো নির্বাচন পিছিয়ে যেতে দেখিনি।

সরকারের সাথে নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় বসেছে ইমরান খানের পিটিআই। তারা একমত হয়েছে যে জাতীয় ও প্রদেশের নির্বাচন একইসাথে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সেটা কখন হবে সেই সময়টার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি।

তবে মিজ সরফরাজ মনে করেন, দিনক্ষণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলেও সংকট মিটবে না।

যদি এখন নির্বাচন হয়ও, সেটা শান্তিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ রাজনৈতিক দলগুলো সিদ্ধান্ত নেবে যে তারা সীমা ছাড়াবে না। তার যুক্তি হচ্ছে, নির্বাচন নিরপেক্ষ করার ব্যাপারে দুই পক্ষ যদি একটি একমত না হতে পারে, তাহলে দুটি পক্ষই ফল নিয়ে আপত্তি তুলবে এবং বিভক্তিও চলতেই থাকবে।

যার মানে রাজনীতিবিদদের বোঝাপড়ার উপর এখন নির্ভর করছে অনেক কিছু।

আপনারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, ব্যক্তিগত শত্রুতার কিছু নেই। বলেন মিজ সরফরাজ।

এটাই এখন সময় যে সবকিছু ভেঙে পড়ার আগেই আমরা একে অন্যের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হব।

ভারতকে দেয়া ট্রানজিট ফি টাকায় নির্ধারণ না করে ডলারে হলে ভালো হতো?

ঢাকা ঃ মোংলা ও চট্টগ্রাম সমূদ্র বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যের ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট নিয়ে ভারতের দীর্ঘদিনের জোরালো দাবি পূরণ করেছে বাংলাদেশ।

ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে ২০১০ সালে ভারত বাংলাদেশ শীর্ষ বৈঠকে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়। এর ১৩ বছর পর ভারতকে বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার সব প্রক্রিয়া শেষ হলো। তবে এখনও ভারতে ভূমি ব্যবহার করে বাংলাদেশকে ট্রানজিট সুবিধার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দুই দেশের মধ্যে চুক্তির আওতায় পণ্য পরিবহনের জন্য কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পাদনের স্থায়ী আদেশ জারী করেছে।

কোন পদ্ধতিতে কীভাবে কোন রুটে ভারতীয় পণ্য পরিবহন হবে এবং এর ফি এবং মাশুল কী হবে সেটিও নির্দিষ্ট করা হয়েছে এই স্থায়ী আদেশে।

বিগত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এনিয়ে দুই দেশ নানা পর্যায়ে বৈঠক, আলোচনা, সমঝোতা ও প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করেছে। এছাড়া পরীক্ষামূলক চালানও পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে। সবশেষে স্থায়ী আদেশ জারীর মাধ্যমে ভারতকে দুটি বন্দর ব্যবহারের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ।

মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে পণ্য আনা ও নেয়ার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের চারটি স্থলবন্দর হয়ে ১৬টি রুট নির্ধারন করা হয়েছে।

ভারতের বৈধ যে কোনো পণ্যের চালান সমূদ্রপথে মোংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরে খালাস হবে। সেসব পণ্য বাংলাদেশের সড়ক পথ ও যান ব্যবহার করে চারটি স্থলবন্দর হয়ে ভারতে যাবে অথবা ভারত থেকে আসবে।

এই চারটি স্থল বন্দরের রুট হলো সিলেটে তামাবিল ডাউকি ও শেওলা সুতারকান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া আগরতলা এবং কুমিল্লার বিবিরবাজার শ্রীমন্তপুর।

ভারত বাংলাদেশের দুটি বন্দর ব্যবহার করে পণ্যের ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট করলে উভয় দেশই লাভবান হবে বলে মনে করা হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও মত অনেকের।

প্রায় ১৬শ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এবং দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে পণ্য আসতো।

মোংলা এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় পণ্য পরিবহনের সময় এবং খরচ বহুলাংশে কমে যাবে ।

সেটি এখন অল্প সময়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বা মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ত্রিপুরা, আসাম ও মেঘালয় রাজ্যে পৌঁছে যাবে।

ভারতের বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ফেলো শ্রীরাধা দত্ত বলেন, এই সুযোগ ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধা সৃষ্টি করবে। শিলিগুড়ির একুশ কিলোমটার কোরিডোর ছাড়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটা রাজ্য মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। যে কারণে ব্যবসা বাণিজ্য বলুন ওখানে দ্রব্য যাওয়া বলুন, সবকিছুই অ্যাফেকটেড (ক্ষতিগ্রস্ত) হচ্ছিল। বাংলাদেশের সাথে আমরা যখন ক্রসবর্ডার ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছি তাতে সবচেয়ে বেশি উপকার পেয়েছে নর্থইস্টের লোকরা। মোংলা বা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে পারলে এখন নর্থইস্টের কমার্স পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে, বলেন শ্রীরাধা দত্ত।

ভারত বাংলাদেশের মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করলে বন্দরের কর্মকাণ্ড বাড়বে এবং নানারকম ফি ও মাশুল আদায় হবে। এছাড়া কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আদায় করা ফি ও চার্জ এবং সড়ক ব্যবহারের মাশুল থেকেও আয় করবে বাংলাদেশ।

মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরের চার্জ ছাড়াও বাংলাদেশ কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ফি আদায় করবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তালিকা অনুযায়ী প্রতি চালানে ৩০ টাকা প্রসেসিং ফি, টন প্রতি ২০ টাকা ট্রান্সশিপমেন্ট ফি, ১শ টাকা সিকিউরিটি চার্জ ও একশ টাকা প্রশাসনিক চার্জ দিতে হবে। এছাড়া কনটেইনার বা লরি প্রতি কিলোমিটারে ৮৫টাকা পুলিশ এসকর্ট ফি এবং প্রতিটি কন্টেইনার স্ক্যানিং ফি ধার্য করা হয়েছে ২৫৪ টাকা। পনের শতাংশ ভ্যাটসহ এই ফি দিতে হবে। এর সাথে প্রতি কিলোমিটারে সড়ক ব্যবহার মাশুল দিতে হবে ১ টাকা ৮৫ পয়সা। বন্দরের নিয়মিত ফি ছাড়াও কাস্টমস এবং সড়ক ব্যবহারের জন্য মাশুল দিতে হবে ভারতকে বাংলাদেশ ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য যে চার্জ নির্ধারণ করেছে সেটি আরো বেশি হতে পারতো বলে মনে করেন, বন্দর বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদ ড.মইনুল ইসলাম।

তিনি বলেন, এই বন্দর ব্যবহার করে ভারতের ১শ ডলার যদি বেঁচে যায়, তাহলে ৫০ ডলার বাংলাদেশকে দেয়া হোক, ৫০ ডলার ভারত রাখুক। কিন্তু ভারত যদি ৮০ ডলারই নিয়ে যায় বাংলাদেশকে মাত্র ২০ ডলারের সুবিধা দেয় সেটা আমি ন্যায্য মনে করি না।

কারণ বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার হবে, বাংলাদেশের সড়ক ব্যবহার হবে, রেলপথ ব্যবহার হবে।অতএব এগুলোর যে অবচয় সেটি অনেক বেড়ে যাবে। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করলে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা আরো বেশি হওয়া উচিৎ বলেই আমি মনে করি।

এছাড়া দুই দেশের মধ্যে চুক্তির আওতায়। ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট পণ্যের কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে যে ফি এবং চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে সেটি টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব চার্জ ডলারে নির্ধারণ করলে ভালো হতো বলে মনে করেন ড. মইনুল ইসলাম।

টাকার যে প্রায় ২৫শতাংশ অবচয়ন হয়েছে সেটা গত দেড় দুই বছরে হয়েছে। অতএব সেখানে টাকার অঙ্কে যদি মাশুল নির্ধারণ হয় তাহলে আমরা ২৫ শতাংশ কম পাচ্ছি আগের চাইতে। তো ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের টাকা আরো বেশি অবচয়নের শিকার হবে। কারণ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের যে সংকটটা সেটা আরো অনেকদিন থাকবে, বলেন অধ্যাপক ইসলাম।

ডলারে নির্ধারন হলে এই অবচয়নের কবল থেকে আমরা রক্ষা পেতাম। কিন্তু টাকায় হওয়াতে এইটার সুবিধাটা ভারত পেয়ে যাচ্ছে। নৌ পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্যের ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধার ক্ষেত্রে ফি ও মাশুল এবং মূদ্রার ক্ষেত্রে টাকা নির্ধারণ নিয়ে বাংলাদেশে নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বিবিসি বাংলার কাছে দাবি করেন, ট্রানজিট এবং ট্রান্সশিপমেন্টের কাজ যখন পুরোদমে শুরু হবে তখন ফিমাশুল পুনপুনর্বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে।

এনবিআর থেকে যে এসআরওটা জারী হয়েছে সেটা কিন্তু দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর কতটুকু কী করবো না করবো, সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু গত কয়েকদিন আগে এটা জারি হয়েছে। যেহেতু আমাদের সঙ্গে তাদের একটা এগ্রিমেঃট হয়ে গেছে আমরা শুরু করতে চাই, বলেন মি. চৌধুরী।

বন্দর কতটা প্রস্তুত ?

বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার বাড়াতে এবং আঞ্চলিক ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চট্টগ্রামকে ঘিরে ব্যাপক পরিকল্পনা করছে সরকার।

বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের যে সক্ষমতা তাতে বছরে প্রায় ৩৫-৪০ লাখ কনটেইনার ওঠানামা করতে পারে। এছাড়া এখন গড়ে ২.৫ দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে মাল খালাস সম্ভব হচ্ছে বলে জানায় বন্দর কর্তৃপক্ষ।

ভারত পুরোদমে বন্দর ব্যবহার শুরু করলে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর বাড়তি চাপ পড়তে পারে। তবে বন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি হচ্ছে, চট্টগ্রাম বন্দরের যে সক্ষমতা আছে তাতে ভারত এ বন্দর ব্যবহার করলে কোনো বাড়তি চাপ পড়বে না। চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো.ওমর ফারুক বলেন, পতেঙ্গা টার্মিনাল তৈরি হয়ে আছে, যেখানে বছর সাড়ে চার লাখ টন কনটেইনার ওঠা নামার সক্ষমতা রয়েছে।

এ বাস্তবতায় বন্দরের সক্ষমতাও আরো বৃদ্ধি করা দরকার বলে মনে করে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও বন্দর ব্যবহারকারীরা।

চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মাহাবুবুল আলম বলেন, বে টার্মিনাল বাড়াতে হবে, জেটির সংখ্যা বাড়াতে হবে লজিস্টিক সাপোর্ট বাড়াতে হবে। যেহেতু বাংলাদেশের ইমপোর্ট আমরা করছি । সাথে সাথে যদি পার্শবর্তী দেশের ইমপোর্ট আসে তাহলে আমাদের ওপর প্রেসার পড়বে। চাপ কমানোর জন্য মোংলা ও চট্টগ্রাম ও পায়রা বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন মি. আলম।

চট্টগ্রাম কাস্টমস সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী মাহমুদ ইমাম বলেন, ভারত বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট পুরোদমে শুরু করলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক তৎপরতা ও কর্মসংস্থান বাড়বে। বিষয়টিকে তিনি ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। ভারত কেন আমাদের পাশ্ববর্তী অন্যান্য দেশগুলোকেও যদি আমরা এ সুবিধা দেই আমরা এটাকে স্বাগত জানাবো। প্রাথমিকভাবে এটা কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে করি না।আমরা নেক্সট জেনারেশন পোর্ট বলছি বে টার্মিনালকে। এখন এটা কতদ্রুত আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো সেটা নীতিনির্ধারকেদের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে, বলেন মি. ইমাম।

আঞ্চলিক বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ভারতের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটানকেও বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিতে চায় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সমূদ্র বন্দর ব্যবহারে নেপাল ও ভুটানের আগ্রহ রয়েছে। অর্থনীতিবিদ ড. মইনুল ইসলাম এটিকে 'দূরদর্শী সিদ্ধান্ত' হিসেবে দেখছেন। আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টি সবার জন্য 'উইন উইন সিচুয়েশন' বা লাভজনক হিসেবে দেখছেন অধ্যাপক মইনুল। অধ্যাপক মইনুল বলেন, বাংলাদেশের এ বন্দর ব্যবহারের জন্য তারা যে ব্যয় করবে তার একটা অংশ বাংলাদেশ পাবে। এখানে ইকোনোমিক হাব গড়ে উঠলে সেখানে যে শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে সেগুলো বাংলাদেশে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এবং ওভারঅল ইকোনমির জন্য আমি মনে করি যে এটা ভাল একটা সিদ্ধান্ত। দিল্লীর বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশনের শ্রীরাধা দত্ত বলছেন এটা আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই যে এতগুলো ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিজ তৈরি হয়েছে, ক্রসবর্ডার ফ্যাসিলিটিস তৈরি হয়েছে তাতে তো এখানে ইকোনোমিক করিডোর না হলে তো আটকে গেল বিষয়টা তাই না। এটা শুধু ভারতবাংলাদেশ মিলেই তো হবে না, সাবরিজিয়নও যুক্ত হবে, এটাই আমাদের ভিশন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি শনিবার
4
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
06:05:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

দশ বছরে যেভাবে চড়াই-উত্রাইয়ে এগিয়েছে হেফাজত-সরকারের সম্পর্ক

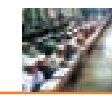

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ দুই হাজার তের সালের পাঁচই মে রাতে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানের পর অনেকে মনে করেছিলেন ইসলামপন্থী এই সংগঠনের সাথে হয়তো সরকারের একটি পাকাপাকি বিরোধ তৈরি হলো। তবে সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ঢাকা অবরোধের ঘোষণা দিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছিল যে সংগঠনটি, পরবর্তীতে গত ১০ বছরে তাদের সঙ্গেই সরকারের সখ্যতার বিষয়টিও নানা সময় সামনে এসেছে। হেফাজতে ইসলামের অনেক দাবিদাওয়া সরকার মেনে নিয়েছে। আবার সরকার বিরোধী অবস্থান নেয়ার চেষ্টা করলে হেফাজতের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তারের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম একটি প্রধান বিষয় হয়ে ওঠার কারণে রাজনৈতিক দল না হলেও সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের কাছেই গুরুত্ব পেয়েছে হেফাজতে ইসলাম। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক জোবাইদা রহমান, 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের যে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে করছে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি, সেটারই একটা বড় ফসল আমরা দেখছি এই ১০ বছর ধরে হেফাজতের মাঠে থাকা এবং নানারকমের হুঙ্কার দেয়া।'

কার্বি আংলং এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ২৫০৪ কোটি টাকার উন্নয়নের উপহার ঃ কার্বি স্বস্বাস্থিত পরিষদের নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একদিকে মেধার ভিত্তিতে ২৫৬০৫ জন দরিদ্র এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত যুবকযুবতীদের সরকারি চাকরি প্রদান অন্যদিকে কার্বি আংলং এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ২৫০৪ কোটি টাকার উন্নয়নের উপহার। কার্বি স্বস্বাস্থিত পরিষদের নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ব্যাপক তৎপর হয়ে কার্বি আংলং এবং পশ্চিম কার্বি আংলং জেলা দুটি সার্বিক উন্নয়নের জন্য অর্থ সাহায্য ঘোষণা করেছেন। এরমধ্যে রয়েছে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে কার্বি আংলং এবং পশ্চিম কার্বি আংলং জেলা দুটির মধ্যে সংযোগী সড়ক নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা, ৩১০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ১২৪টি আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন এবং জলজীবন মিশনের অধীনে ৮৯৫ কোটি টাকার প্রকল্প।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কার্বি আংলং এ উপস্থিত হয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর্থিক উপহার ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন প্রথমবারের জন্য কার্বি আংলং এবং পশ্চিম কার্বি আংলং জেলা দুটির মধ্যে সংযোগী সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী শুধুমাত্র এই দুটি জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ৭৫ কিলোমিটার সড়কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ১০০০ কোটি টাকা। তিনি বলেন জাতীয় সড়কের উপর দুটি জেলাকে সংযোগকারী একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে। যাতে দুটি জেলাকে সম্পূর্ণরূপে সংযোগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তাছাড়া হাতির চলাচলের জন্য বেশ কয়েকটি এলিভেটেড করিডর নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং ২৫ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে জেলা শাসকের কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। কার্বি স্বস্বাস্থিত পরিষদের নির্বাচনে যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর অধিকাংশ পূরণের লক্ষ্য পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার সফল হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।। মুখ্যমন্ত্রী বলেন নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন কাউন্সিল এলাকায় বিশেষ বিশেষ সড়কের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। রজাবারি, আমট্রেন, খেরানি, জিরিকিংডাং, ডিফু ধনশ্রী ইত্যাদি এলাকার চারটি বড় সড়কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আরো ছয়টি সড়কের কাজ এই বছরে শুরু করা হবে। তাছাড়া জলজীবন মিশনের অধীনে ৮৯৫ কোটি টাকার প্রকল্পের এদিন থেকে শুরু হয়েছে বলে জানালেন তিনি।

কার্বি আংলং এবং পশ্চিম কার্বি আংলং জেলা দুটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম কার্বি আংলং জেলা পিছিয়ে রয়েছে বলে আক্ষেপ করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক চিন্তিত রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে অসমের বিভিন্ন এলাকার তুলনায় এই জেলা দুটি পিছিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে বহু করণীয় রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন গুণোৎসবে কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার ফলাফল ভালো হয়নি। ফলের এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন অন্ধকারময় হয়ে উঠবে, নতুন প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার কার্বি আংলং উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কার্বি ছাত্র সংস্থার অধিবেশন অংশগ্রহণ করেন। সারাদিন ব্যাপী কার্বি আংলং এর কার্যসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী অজন্তা নেওগ, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, মন্ত্রি যোগেন মোহন, কার্বি স্বস্বাস্থিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং সহ প্রত্যেক কার্যবিবাহী সদস্য এবং বুথের সভাপতিরা।

চতুর্থ বর্গের ১৪২৮১ প্রার্থীর চাকরির ফলাফল ঘোষণা, দুই দিনে মোট ২৫৬০৫ জন যুবক যুবতীর সরকারি চাকরি

এটাকে রেকর্ড বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে এবার চতুর্থ বর্গের চাকরির ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। গতকাল রাজ্যের ১১৩২৪ প্রার্থীর তৃতীয় বর্গের চাকরির ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। একদিন পরেই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা অনুযায়ী চতুর্থ বর্গের ১৪২৮১ প্রার্থীর সরকারি চাকরি নিশ্চিত হয়েছে। অর্থাৎ দুই দিনে মোট ২৫৬০৫ জন যুবক যুবতী সরকারি চাকরি পেয়েছেন। তবে একইভাবে তৃতীয় বর্গ এবং চতুর্থ বর্গের প্রার্থীদের নিযুক্তিপত্র আগামী ১১ মে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তার আগে ৯ মে প্রার্থীদের জন্য বিভাগ বাছাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হবে। এরপর ১১ মে মহানগরের খানাপাড়ায় এক অনুষ্ঠান আয়োজনে মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্বয়ং উপস্থিত থেকে প্রার্থীদের হাতে নিযুক্তিপত্র তুলে দেবেন।

দুই দিনে মোট ২৫৬০৫ জন যুবক যুবতীর সরকারি চাকরির বিষয়টিকে এক রেকর্ড বলে অভিহিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন রাজ্যের প্রত্যেক জেলা থেকে সমানুপাতিক ভাবে যুবক যুবতীদের সরকারি চাকরিতে নিযোগ করা হয়েছে। বরাক উপত্যাকা, উজান অসম, নিম্ন অসম, উত্তর অসম প্রত্যেক এলাকায় সমানভাবে চাকরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যোরহাটে যদি ৭০০ টি চাকরি হয়েছে, ডিব্রুগড়েও একইভাবে ৭০০ টি চাকরি হয়েছে, ছোট জেলা বিশ্বনাথে হয়েছে ৩৫০ টি চাকরি। অর্থাৎ জেলা অনুপাতে সমানভাবে চাকরি হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন শুধুমাত্র নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের যুবক যুবতীরা এই নিযুক্তির প্রক্রিয়ায় চাকরি পেয়েছে।

প্রসঙ্গত গতকালের মত বৃহস্পতিবারেও বেলা দুটোয় সেবার ওয়েবসাইটে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল। চাকরি পাওয়ার আশায় হুমড়ি খেয়ে পড়া যুবক যুবতীরা সফল প্রার্থীর তালিকায় নিজেদের নাম দেখে প্রত্যেকের মুখে হাসি ফোটা পরিলক্ষিত হয়েছে। এদিন প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী চতুর্থ বর্গের ১৪২৮১ জন প্রার্থীর সরকারি চাকরি পাওয়া নিশ্চিত হয়েছে।

গুয়াহাটি মহানগরের খানাপারা স্থিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে স্টেট লেভেল রিক্রুটমেংট কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ বি কে কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন মোট ৪৮ টি বিভাগের নিযুক্তির জন্য ২০২২ সালের ২৫ মার্চ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে মোট ৪৪২৭৮৫ জন প্রার্থী ২০২২ সালের ২১ আগস্ট আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লিখিত পরীক্ষায় সফল হওয়া প্রার্থীরা ২০২৩ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অবশেষে এক্ষেত্রে ১৪২৮১ জন প্রার্থী সফল হয়েছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ বি কে কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন চতুর্থ বর্গের এই পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন পদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে মাধ্যমিক অর্থাৎ দশম শ্রেণী এবং অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। চতুর্থ বর্গের প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ৪৬৪৬ জনপ্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। একইভাবে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ৯৬৩৫ জন। অন্যদিকে চতুর্থ বর্গে সফল হওয়া প্রার্থীদের মধ্যে সাধারণ শ্রেণীতে রয়েছেন ১০৬৩ জন (তৃতীয় বর্গে ৬৫৭ জন), চতুর্থ বর্গের এসসি প্রার্থী ১০৫৮ (তৃতীয় বর্গে ৪৩৮ জন), চতুর্থ বর্গের এসটিপি প্রার্থী ১২৯১ জন (তৃতীয় বর্গে ৫৭৩ জন), এসটিএইচ প্রার্থী ৬০০ জন (তৃতীয় বর্গে ১৩১ জন), ওবিসি এবং এমওবিসি প্রার্থী ৩৯৮৩ জন (তৃতীয় বর্গে ২২৫৩ জন), ইডব্লিউএস প্রার্থী ১৬৪১ (তৃতীয় বর্গে ৫৯৪ জন)। তাছাড়া পিডব্লিউ বিডি প্রার্থী ৫৪২ জন এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন সৈনিক ১২৩ জন চাকরি পেয়েছেন।

শিক্ষা বিভাগের এসসিইআরটি কেলেঙ্কারি

পলাতক আইএএস অফিসার শেফালী দেবী শর্মা হদিশ নেই, দুই কন্যাকে জেরা সিএম ভিজিলেন্স সেলের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ শাশুড়ি আইএএস অফিসার এবং দুই জামাই ঠিকাদারের শিক্ষাবিভাগে ১০৫ কোটি টাকার লুণ্ঠনকে সারা রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপক দুর্নীতি সংগঠিত করে আইএএস অফিসার শেফালী দেবী শর্মা এবং তার এক কন্যার স্বামী ঠিকাদার অজিত পাল সিংহ বর্তমান পলাতক থাকলেও অপর জ্যৈষ্ঠ কন্যার স্বামী তথা কংগ্রেস নেতা রাজেশ জোসিকে গতকাল দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করে গ্রেফতার করেছিল সিএম ভিজিলেন্স সেল। এদিন আইএএস অফিসার শেফালী দেবী শর্মার দুই কন্যাকে এদিন জেরা করা হয়েছে। তবে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি।

প্রসঙ্গত শিক্ষা বিভাগের ১০৫ কোটি টাকার লুণ্ঠনের পর বর্তমান পলাতক হয়ে রয়েছেন শাশুড়ি জামাই রুপি আইএএস অফিসার শেফালী দেবী শর্মা এবং ঠিকাদার অজিত পাল সিংহ। সোমবার থেকেই তার মোবাইল বন্ধ রয়েছে। তবে এই মামলায় ইতিমধ্যে শেফালী দেবী শর্মার বড় কন্যার স্বামী কংগ্রেস নেতা রাজেশ জোসি সহ মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সিএম ভিজিলেন্স সেল। বৃহস্পতিবার নিলম্বিত আইএএস অফিসার শেফালী দেবী শর্মার মহানগরের লখড়া স্থিত বাসভবনে অভিযান চালালেও তাকে খুঁজে পায়নি সিএম ভিজিলেন্স সেল। তবে এদিন তার দুই কন্যাকে জেরা করা হয়েছে। শেফালী দেবীর জ্যৈষ্ঠ কন্যা তথা ঠিকাদার অজিত পাল সিংহের স্ত্রীর ছোট বাচ্চা থাকার জন্য তাকে গ্রেফতার করেনি সিএম ভিজিলেন্স। অবশেষে দুই কন্যাকে জেরার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে সাংসদ তহবিলের অপব্যবহার মামলায় বুধবার গুয়াহাটি হাইকোর্ট অগ্রিম জামিন আবেদন নাকচ করার পর বৃহস্পতিবার সিএম ভিজিলেন্স সেলের তদন্তের সম্মুখীন হয়েছেন এসিএস শর্মিষ্ঠা বরা। সিএম ভিজিলেন্সের জেরায়

তিনি যাবতীয় দোষ সচিবের ঘাড়ে চাপানোর প্রচেষ্টা করেছেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার তহবিল লুণ্ঠনে জড়িত থাকার অভিযোগে সিএম ভিজিলেন্স সেল তিনজন সচিবকে বুধবার জেরা করেছে।

জ্বালানি তেলের দাম স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্ধারণ হলে ভোক্তাদের কি লাভ হবে?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করতে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার। যেটাকে বলা হচ্ছে, জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বা অটোমেটেড প্রাইসিং ফর্মুলা। এই ফর্মুলায় আন্তর্জাতিক বাজার থেকে যে দামে তেল আমদানি করা হবে, সেই দামেই তেল বিক্রি করা হবে। জ্বালানি মন্ত্রনালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারণ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কবে নাগাদ এটি বাস্তবায়ন হবে সেটি এখনো ঠিক হয়নি। কিন্তু সে কর্মকর্তা ধারণা দিয়েছেন যে আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই এটি বাস্তবায়নের জোরালো সম্ভাবনা আছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ বাংলাদেশকে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে যেসব শর্ত দিয়েছে, তার একটি হচ্ছে জ্বালানি তেলের ওপর থেকে ভর্তুকি কমিয়ে আনা। সেখানে জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি বাজারের ওপরেও ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানিয়েছিলেন, বিশ্ববাজারের সঙ্গে মিল রেখে প্রতিমাসে যেন তেল ও গ্যাসের মতো জ্বালানির মূল্য সমন্বয় কীভাবে করা যায়, সেই সংক্রান্ত একটি কৌশল নির্ধারণের কাজ চলছে। আইএমএফ এর একটি প্রতিনিধিদল এখন বাংলাদেশ সফরে রয়েছেন এবং তাদের এই সফরে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের বিষয়টি আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, জ্বালানি তেলের দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণ করা হলে ভোক্তাদের কী লাভ হবে? জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে দেশের বাজারে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করার উদ্যোগটি ইতিবাচক। তবে এর ফলে ভোক্তার ওপর যেন কোনও নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দাম সমন্বয় করে বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করতে কাজ করছে সরকার। বাংলাদেশে প্রতিবারই জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবহন ভাড়া ও দ্রব্যমূল্যও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে বাংলাদেশেও দাম বাড়বে এবং বিশ্ববাজারে দাম কমলে বাংলাদেশেও দাম কমবে। বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলছেন, জ্বালানি তেলের দাম কমলে তখন পরিবহন ভাড়া কি কমবে? সাধারণ মানুষের অভিযোগ হচ্ছে, বাংলাদেশে শুধু দাম বৃদ্ধির প্রবণতাই দেখা যায়, কখনো কমে না। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ হলে পরিবহনের ভাড়া কীভাবে নির্ধারণ করা হবে, তা একটা জটিল ইস্যু বলে মনে করছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এজাজ হোসাইন। তিনি মনে করেন, প্রতিবেশী দেশ বা অন্য যেসব দেশ এই ফর্মুলায় চলছে সেটা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সরকারকে কাজ করতে হবে যাতে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। তেলের দাম কখনও ১২০ ডলারে যাবে কখনও আবার কখনও ৬০ ডলারেও আসতে পারে। তাহলে বাস বা ট্রাকের ভাড়াটা কীভাবে নির্ধারণ হবে? মাঝামাঝি কোনও এটা জায়গায় দামটা ফিক্সড করে দিলে সেখান থেকে ১০ ডলার বেশি বা কম হলে তাহলে সেটা অ্যাডজাস্টেবল হবে বলছিলেন মি. হোসাইন। এক্ষেত্রে সরকারি নজরদারি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। এসব বিষয় কখনোই নজরদারি ছাড়া ঠিকমতো প্রয়োগ হয় না। তেলের দাম নির্ধারণের ফর্মুলা, ভাড়ার ফর্মুলা ও নজরদারি এই তিনটা যদি একসঙ্গে কাজ করানো যায় তাহলে ভোক্তারা লাভবান হবে বলেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এজাজ হোসাইন।